মানস-কানন।

কাব্য।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর

প্রণীত

ও

শ্রীগোলোকচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট
৩০৯ নং ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮৮০।

সূচীপত্র।

মানস—কানন।

প্রথম খণ্ড।

আগমনী।

(১)

(আরম্ভ)

প্রভাত যামিনী ভারত-গগনে,—
হাসি হাসি অই—পূরব তোরণে,
কাঞ্চন-মালিনী-উষা বিনোদিনী,—
(শ্যামাম্বুধি হৃদে স্বর্ণ-তরঙ্গিণী)
হ'ল বিভাসিত ? প্রমোদ ভরে !
ফুটিল মল্লিকা,—ফুটিল কমল,—
যূথিকার বীথি—অমল ধবল !
কুসুম সুবাস করিয়ে হরণ,
বহিল মৃদুল প্রভাত-পবন ;—
ছুটিল ভ্রমর আসব-তরে !

(শাখা)

মাতিল জগত নবীন আমোদে;—
মাতিল ভারত প্রীতির প্রমোদে!
সুখের সলিলে ভাসিল সবে!
স্বরগ মরত করিয়ে মোহিত,
নিসর্গ-ত্রিতন্ত্রী হইল বাদিত,
শরদাগমনে,—শারদা সম্ভাষে,—
মধুর সুতানে!—মনের উল্লাসে!—
ভরিল ভুবন আনন্দ রবে!

(উচ্ছ্বাস)

পুলকে ভূলোক মোহিত এখন!
পাইল ভারত নবীন জীবন!
ভারত-গগনে নবীন তপন
নবীন দরশ!—নবীন কিরণ!
নবীন সরসে নব কমলিনী
নবীন বিভাস!—মানস-নোদিনী!
আঁধার কুটীর-উজল রতন
উমার বদন—উদিত এখন!
ভুলিল ভারত দাসত্ব বন্ধন,
নিরখি শারদা-অমল আনন!
শরত-দুন্দুভি শারদ-গগনে
বাজিল সঘন আনন্দ নিক্কনে!

(২)

(আরম্ভ)

গা তোল মেনকা !—উঠ গিরিরাজ !
ঘরে এল তারা,—হারানিধি আ'জ !
গজেন্দ্র গামিনী,—গণেন্দ্রে জননী,—
ভব-মনোরমা,—ভুবন মোহিনী
দাঁড়ায়ে দুয়ারে !—দেখনা চেয়ে !

আদরে বদন করিয়ে চুম্বন,
লও তুলি কোলে হৃদয়ের ধন !
মুছাও উমার বিমল বদন
অমল অম্বরে !—কর বিলোকন
জগতে জগত-জননী মেয়ে !

(শাখা)

উঠ গিরিরাজ ! গিরিজা তোমার
গৃহে এল,—চেয়ে দেখ একবার,
যাপিয়ে বরষ পিনাকী বাসে !

দক্ষিণে গণেশ, বামে ষড়ানন,
মহিষ মর্দ্দিনী,—প্রফুল্ল আনন !
হের নগেশ্বর !—উঠ গিরিরাণি !
কোলে এল তব কোলের ঈশানী,
তুষিতে তোমায় মধুর ভাষে !

(উচ্ছ্বাস)

বিশাল ভারত শিরস শোভন
হিম গিরিবর!—কেন অচেতন?
মেলিয়ে নয়ন কর বিলোকন
উমার বদন!—ঘুচিবে বেদন;—
জুড়াবে তাপিত পাষাণ জীবন;—
শীতল হইবে হৃদয় পাবন!
—চেয়ে গিরিরাণি দেখ একবার,
সুধাংশু গঞ্জন আনন উমার!
কে বলে ঈশানী ভিকারী ভামিনী?
রাজ রাজেশ্বরী তোমার নন্দিনী,
দেখ গিরিজায়া! লও তুলি কোলে
তুষিয়ে বালায় সুমধুর বোলে!

(৩)

(আরম্ভ)

"এলি কিরে উমা!—দুখিনী জীবন!—"
বলি গিরি রাণী ছুটিলা তখন।
বিহ্বলা মহিষী—উন্মাদিনী বেশ,
পাংশু বিজড়িত—এলোলিত কেশ;
যুগল লোচনে যুগল ধারা!
"এলি কিরে উমা!—হৃদয় রতন!—"
বলি গিরিজায়া ডাকে ঘন ঘন!

কোথা মা আমার—পাষাণী-জীবন !
আয় করি কোলে জুড়াই জীবন !
আয় আয় তারা !—নয়ন তারা !

* * *

আজি এ পাষাণ হৃদয় চিরিয়ে
দেখাবে পাষাণী ;—দেখ নিরখিয়ে
পাষাণ তনয়া !—না সরে বাণী !

যাতনার কত জ্বলন্ত অনল,—
কত বা অনল-প্রবাহ-তরল
ব্যাপিত হৃদয় !—কর বিলোকন !
কতযে কালের কুঠার দংশন
সহে দিবানিশি—নগেশ রাণী।

(উচ্ছ্বাস)

"আয় আয় উমা !—দুখিনীর ধন !
আয় কোলে করি জুড়াই জীবন !
মা বলে কি উমা মা তোর অন্তরে
হয় না স্মরণ—তিলেকের তরে ?
পথ নিরখিয়ে থাকে অভাগিনী
একটী বরষ !—জানত ঈশানি !
জানত মা তোর অচলা—অভয়া !
ভুলে যাও কিরে পাষাণ-তনয়া ?
'মা' বলে পাষাণী জীবন শীতল

কে করিবে উমা ! তুই বিনে বল ?
কে আছে মা তোর মায়ের এমন ?
ডাক মা !—'মা' বলে, জু'ড়াক জীবন !

(৪)

(আরম্ভ)

"বর্ষ দিন উমা দেখিনি তোমায়,
তারা হারা হয়ে তারাহারা প্রায়
ছিলেম তারিণি !—আয় কোলে আয় !
ডাক মা 'মা' ব'লে অভাগিনী মায় !
জীবনের ধন—নয়ন মণি !
এতদিনে বুঝি হয়েছে স্মরণ
মা ব'লে ঈশানি !—তুখিনী-জীবন !
আজি মেনকার আনন্দ অপার,
আয় কোলে তারা জীবনের হার !
খনি ধর-হৃদি মাণিক-খনি !

* * * *

ঘেমেছে মাতোর অমলআনন,
কনক কমলে মুকুতা মতন !
—আয় মা ! আঁচলে মুছায়ে দেই।
বহুদিন হতে নাইরে সে সুখ ;—
আয় হৃদি পরে রাখিয়ে ও মুখ,
মুছায়ে আঁচলে, চুম্বি ঘন ঘন,
জুড়াই আজিকে তাপিত জীবন !—
হেন সুখ উমা জগতে নেই !

(উচ্ছ্বাস)

"আয় আয় উমা—হৃদয়ের ধন!
আয় হৃদে—হৃদি জুড়া'ন রতন!
আয় কোলে—কোল উজল মাণিক!
মা'র কোলে উমা—ব'সমা খানিক!
ছেলের মা উমা হয়েছ এখন,
তবু মা!—বুঝনা মায়ের বেদন?
কতযে যাতনা মেনকা মহিষী
তোর তরে তারা!—ভোগে দিবানিশি;
ভাব কিমা মনে?—পড়ে কি স্মরণ
দুখিনী মা ব'লে?—দুখিনী-জীবন!
আয় ত্রিনয়নি!—পাষাণী-সম্বল!
কোলে করি হৃদি করিরে শীতল!

(৫)

(আরম্ভ)

"এলিকি মা ঘরে!"—বলি হিমালয়
ছাড়িলা নিশ্বাস,—কাঁপিল হৃদয়!
আনন্দের সহ—বিষাদ শোণিত—
(যাতনার বিষে চির কলঙ্কিত!)
বহিল সবেগে ধমনী-পথে!
উষ্ণ অশ্রুধারা অপাঙ্গ ভেদিয়ে
বিশাল উরসে পড়িল গড়িয়ে!

বিকল নগেন্দ্র !—হয়ে দিশা হারা
আবার বলিলা,—"এসেছে কি তারা
ভিকারী হরের নিবাস হ'তে !"

(শাখা)

"উঠ গিরিরাজ !—ডাকি বলে রাণী ;—
"চেয়ে দেখ অই প্রাণের ঈশানী
সিংহাসুরারূঢ়া !—সম্মুখে তব !
শ্বেতাম্বুজে বামে রাজে সরস্বতী ;
দক্ষিণে কমলা—সুবর্ণ ব্রততী !
গণেশ, কুমার, যুগল কুমার,
দুই পাশে অই শোভিছে উমার !
উরধে বৃষভে আসীন ভব !"

(উচ্ছ্বাস)

"এলিকি ঈশানি ?"—পুন গিরিরাজ
ডাকিলা করুণে !—"এলিকিরে আজ
গিরি-হৃদি-রত্ন—উমা ত্রিনয়না !
আয় কোলে করি জুড়াই যাতনা !
কি দেখিবি তারা !—নাই রে এখন
হিমাদ্রি ভবন—সুখ নিকেতন !
শত পদাঘাত নিত্য উপহার,—
শির পাতি সহি !—কি বলিব আর ?
ভস্মাধার এবে এ পাপ নিলয়,

অপহৃত ধন, রত্ন সমুদয়!
সুধু পাপ দেহে দগধ জীবন
আছে পড়ি তারা!—কর বিলোকন!

(৬)

(আরম্ভ)

উমার বদন করি বিলোকন,
মুছিলা ভারত সজল লোচন।
হাহাকার ধ্বনি ক্ষণেকের তরে
হইল নীরব!—প্রতি ঘরে ঘরে
শরতের চাঁদ উদিল আসি।

মরমের ভার—দাসত্ব-বন্ধন,
বিস্মৃতির হ্রদে দিয়ে বিসর্জন,
আর্য্য-সুতদল পুলক-বিহ্বল,
ছুটিল ভারতে আনন্দ-কল্লোল!
(দুখের বয়ানে সুখের হাসি!)

(শাখা)

সাজ আর্য্যকুল!—আর্য্য কুলবালা!
লও তুলি মাথে বরণের ডালা!
গিরিবালা আজি আসিছে ঘরে!
দ্বারে দ্বারে রোপ রম্ভাতরু সারি,
রাখ মৃৎকুম্ভ পূর্ণ করি বারি,—
(হেমকুম্ভ হায় নাই রে এখন!)

চূতপত্রেকরি শিরস শোভন,
—উড়াও নিশান আনন্দভরে !

(উচ্ছ্বাস)

গাও ভাগীরথি ! মৃদুল কল্লোলে ;
হেলিয়ে দুলিয়ে শারদ হিল্লোলে !—
উমা-সমাগম শুভ সমাচার ;—
(ভারত-জীবনে প্রীতির সঞ্চার !)
হাস সুখতারা উষার শিরসে,
স্বর্ণ পদ্ম যথা মানস-সরসে !
হৈম সরসিজ উমার আনন,
উজলিছে আজি ভারত ভবন !
ভারত-জীবন-দুখ-পারাবারে
তিন সুখধারা !—মরুভূ-মাঝারে
স্বচ্ছ-সর-ত্রয় !—শারদ-পার্ব্বণ !
ভারতের তিন মহার্ঘ রতন !

(৭)

(আরম্ভ)

"এলিকি অন্নদে !"—মুছি অশ্রুনীর
জিজ্ঞাসে ভারত ;—"আজি দুখিনীর
দুখ-নিশি কিরে হ'ল অবসান !
ত্রিলোক-তারিণী তারার বয়ান
হেরি কি ভুলিতে পারিব জ্বালা !

এস জগদম্বে!—কর বিলোকন
অভাগীর দশা!—করমা শ্রবণ
হৃদি-বিদারক, 'হা অন্ন!' চিৎকার!
অন্নশূন্য এবে ভারত-ভাণ্ডার!
এস বিশ্বারাধ্যা—নগেশ-বালা!

(শাখা)

হাসিল ভারত আজি ফুল্লাননে,
হেম কমলিনী—গৌরী আগমনে
হৃদয়ের জ্বালা ঢালিয়ে কত!
হেরিয়ে উমার অমল আনন,—
(ভিকারিণী-ঘরে অমূল রতন!)
ভুলিল ভারত মানস-বেদন!
পুলকাশ্রুধারা হ'ল বরিষণ
দুখিনীর চোখে আজিকে শত!

(উচ্ছ্বাস)

এস ত্রি-নয়না!—ভারত-নিবাসে,
ডাকে আর্য্যকুল গললগ্নবাসে!
অশ্রু-বারি-পূর্ণ অযুত ভৃঙ্গার,
মহাস্নান আজি সাধিবে তোমার!
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি আর্য্য-সুতগণ
দিবে বলিদান,—করমা গ্রহণ!
নাহি চণ্ডী—চণ্ডি! ভারতে এখন,
সুধু 'হাহাকারে' জুড়াও শ্রবণ।

এই যে আজিকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস
দেখিছ অন্নদে! — প্রীতির প্রকাশ! —
স্থধু তবাগমে আর্য্যস্থতদল
ভুলিয়ে যাতনা, হয়েছে বিহ্বল!

(৮)

(আরম্ভ)

এস যোগমায়া! — যোগেশ-মহিষি!
ভারতে প্রভাত আজি স্থখ-নিশি!
ষষ্ঠী সমাগমে আর্য্যস্থতদল,
লয়ে ধান্য, দুর্ব্বা, জাহ্নবীর জল,
মণ্ডপদুয়ারে দাঁড়ায়ে সবে!
এস ভগবতি!—ভারত নিবাসে;
আর্য্য-স্থত আজি রত অধিবাসে!
স্থগন্ধি চন্দন, কুস্থমের হার,
ওপদ-রাজীবে দিতে উপহার
ব্যগ্র আর্য্যগণ!—এস মা তবে!

(শাখা)

বাজিল দামামা, ঢাক, ঢোল, কাড়া,
মধুর শানাই, বীণা সপ্তস্বরা,
মুরজ, মন্দিরা, আনন্দরবে!
বাজিল সেতারা, রবাব, পিনাক,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁশী লাখ লাখ।

ধূপ-ধূনা-ধূমে ছাইল গগন
'জয়দুর্গে!' বলি আর্য্য-সুতগণ
পুলক-বিহ্বল আজিকে সবে।

(উচ্ছ্বাস)

আজি আর্য্যবালা,—দাসত্ব-বিলাসী
পতি-সমাগমে,—হাসে মধু হাসি!
আজি আর্য্যগণ দাসত্ব-বন্ধন
ভুলিয়ে পেয়েছে নবীন জীবন!
হৃদি স্তরে স্তরে নব প্রীতি-স্রোত
প্রমোদ-হিল্লোলে আজিওত প্রোত!
আজি সুখ-ভানু ভারতে উদয়
বর্ষ দিন পরে,—হইয়ে সদয়!
এস কাত্যায়নি!—দেবি দশভুজা!
লও মাতঃ!—আজি ভারতের পূজা!
নাহি অন্য ধন;—হৃদির ভকতি
লয়ে হররমা!—হরমা দুর্গতি!

ছিন্ন-লতিকা।

(১)

অনন্ত জগতচিত্র—মায়ার দর্পণ—
প্রকৃতির রঙ্গাগারে!—আশা-পিশাচিনী
সতত মোহিনী বেশে করিছে নর্ত্তন
জীবের জীবন-কক্ষে!—চির-কুহকিনী!

সুখ দুঃখ জগতের প্রতি স্তরে স্তরে
সময়ের স্রোতমুখে সদা ভাসমান!
বিকাশিত বিধাতার জ্বলন্ত অক্ষরে—
" জীবনের গতি চির রবেনা সমান!"
মোহান্ধ মানব সদা করিছে দর্শন
ভ্রান্তির কুহকী মন্ত্রে—জাগ্রত-স্বপন!

(২)

ঢালিয়ে গগন-অঙ্গে জলদ-তামস
হাসিছে নিসর্গবালা বিদ্যুত-স্ফুরণে!
ত্রিদিবের স্বর্ণ তন্ত্রী করিয়ে পরশ
গাইছে শান্তির গীতি বিষাদ মিশ্রণে!
প্রকৃতি! সাধের বীণা বাজাও আবার,—
নীরব নিশীথে হৃদি করিয়ে উদাস!
খুলিদাও মরমের অবরুদ্ধ দ্বার,—
চিন্তার জঞ্জালে যথা জড়িত হুতাস!—
লুকাও অষ্ঠমী-শশী জলদের গায়;
ঘুমাও নলিনীবালা সলিল-শয্যায়!

(৩)

কল্পনে!
চপলা-চকিত পথে দেখালে কি আজ—
জীর্ণাগারে—উন্মোচিত গবাক্ষের পাশে
ক্ষীণাঙ্গী-বালিকামূর্ত্তি!—বিমলিন সাজ!
নেত্রাসারে যথা স্বর্ণ অরবিন্দ ভাসে!

নিশীথ-নিভৃত-কক্ষে বসি একাকিনী
কেরে বামা ?—অশোকের কানন-কুটীরে
কাঁদে যথা অভাগিনী জনক-নন্দিনী !
কিম্বা ব্রজ-কুল-বধূ নিকুঞ্জ-মন্দিরে !
বালিকার অর্দ্ধস্ফুট হৃদয়-কোরকে,
না জানি কি বিষাদের অনল ঝলকে !

(৪)

দেখিতে দেখিতে অই ত্রিদিব প্রতিমা
মানস-সরস-স্নাত স্বর্ণ-সরোজিনী,—
প্রকৃতির গুপ্ত কক্ষ স্ফুট মধুরিমা !
আরম্ভিলা আপনার দুঃখের জীবনী !
" এই যে অনন্ত বিশ্ব সুখের আধার,
বিধাতার লীলাময়ী-ক্রীড়া-নিকেতন !
অভাগীর পক্ষে স্বধু মরীচিকা সার !—
যাতনা-অনল-পূর্ণ—নরক ভীষণ !
কোথা সুখ ?—এ জীবনে হ'ল নাত দেখা !
কে পারে ফিরাতে যাহা অদৃষ্টের লেখা !

(৫)

" ছমাস বয়স যবে—হায়রে কপাল !
ছাড়িয়ে গেলেন মাতা অভাগী বালায়,
এড়াইয়ে সংসারের দারুণ জঞ্জাল !
অবোধ বালিকা তাহা জানিল না হায় !
প্রতিবেশী জন মিলি অনুরোধ করি

দিলেন বিবাহ পুনঃ জনকে আমার ;
পশিল সোণার গৃহে কাল-বিষধরী,
ছাড়িলা কমলা এই কলঙ্ক-আগার !
অভাগীর ভাগ্যে চির বিধিবিড়ম্বন,
ধাত্রী মাত্র উপলক্ষে রহিল জীবন !

(৬)

ছিলেন সোদর এক গুণের আধার,
বিমাতার ষড়যন্ত্রে—মনোবেদনায়
নেত্রাসারে তিতি কষ্টে ত্যজিলা সংসার !
সে চিত্র আজিও জাগে মর্ম্মের গুহায় !
প্রস্থানসময়ে যবে আপ্লুত নয়নে
কোলে তুলি অভাগায় চুম্বি শত শত
খেদ-পূর্ণ স্নেহ-ধারা ঢালিলা শ্রবণে,
আজিও করিছে তাহা হৃদয় প্রহত !
আজিও স্মৃতির কক্ষে দেখি সে স্বপন
চমকি উঠিছে বালা !—ঝরিছে নয়ন !

(৭)

বালিকা সরল হৃদে ভীম বজ্রাঘাত
ভ্রাতার বিচ্ছেদদুঃখ হয়েছে সহন !
সহিয়াছে বিমাতার বিষ-দৃষ্টিপাত
হলাহল-পরিপূর্ণ কর্কশ বচন !
জানেন ঈশ্বর—যিনি চরাচরময়,
বিশ্ব-অন্তর্ভেদী যাঁর পবিত্র নয়ন ;

কিরূপে হয়েছে দগ্ধ বালিকা-হৃদয়
উন্মুখ অঙ্কুরে ;—সে কি ভীষণ দহন।
ভ্রাতার প্রস্থানদিনে ফুটিল নয়ন ;
সংসার—বুঝিল বালা জীবন্ত মরণ !

(৮)

বিমাতার দংশনের তখন কেবল
একমাত্র উপলক্ষ র'ল অভাগিনী ;
কত যে সয়েছি তাহা,—কতই যে জল
ঝরেছে নয়নে,—জ্ঞাত অন্তর্যামী যিনি।
অদৃষ্টের অন্ত-তত্ত্ব করিতে গণন
অক্ষম জগত !—তাহে অর্ব্বাচীনা বালা
কিরূপে করিবে তার সীমা নিরূপণ!
কেবল দেখিত চক্ষে জ্বলদূর্ম্মিমালা
নাচিছে সম্মুখে !—তাহে বালিকাহৃদয়
আতঙ্কে কাঁপিত সদা, মানিত বিস্ময় !

(৯)

" কষ্টের জীবন-অঙ্কে হায় এক দিন
নিশীথসময়ে গৃহে রয়েছে নিদ্রিত
চিন্তাক্লান্তা অভাগিনী ;—যথা বিমলিন
নিশায় নলিনীবালা—(সরসী-শায়িত !)
যামিনীর সেই যাম এ পোড়া জীবনে
আনিল নূতন চিন্তা ;—সহসা কে যেন
আকর্ষিলা ধরি কর,—সে কর স্পর্শনে

কাঁপিল হৃদয়-তন্ত্রী—খুলিল নয়ন!
দেখিনু সম্মুখে এক নবীন যুবক,
গৃহশীর্ষে ধাঁ ধাঁ করি জ্বলিছে পাবক।

(১০)

"কহিলা সত্বর যুবা—অয়ি অবোধিনি!
অর্দ্ধ গৃহ দগ্ধ প্রায়—কি দেখ এখন?
বাহিরাও ত্বরা—অই বিশ্ব-বিনাশিনী
গর্জ্জিছে অনলজিহ্বা নাশিতে জীবন!
দেখিয়ে সে অগ্নিকাণ্ড কাঁপিল হৃদয়,
কেঁদে জড়াইয়ে ধরি যুবকের গলে
বলিলাম—রক্ষা কর মোরে এ সময়;
আজি বুঝি হই ভস্ম ভীষণ অনলে!
বলিলা যুবক 'কেন বৃথা কর ভয়?
তোমারি উদ্ধার তরে এসেছি নিশ্চয়'।

(১১)

বলিতে বলিতে যুবা বিদ্যুতের প্রায়
ভাঙ্গি গৃহপার্শ্ব এক চরণপ্রহারে,
করে ধরি উদ্ধারিলা অভাগী বালায়;
চতুর্দ্দিক হ'ল পূর্ণ আনন্দ-চিৎকারে!
শোকার্ত্ত পিতার মূর্ত্তি দেখিনু সম্মুখে,
অশ্রুজলে অভিষিক্ত পবিত্র শরীর;
পাইয়ে হারাণ ধন ধরিলেন বুকে,
ঝরিল অপাঙ্গপথে স্নেহোচ্ছাসনীর!

পিতার সরল স্নেহে ভিজিল নয়ন,
লইলাম শিরে তুলি সে দেব চরণ !

(২২)

তারপর এক দিন সায়াহ্নসময়
(চিত্রিত গগন-অঙ্ক লোহিত কাঞ্চনে) ;
সরসীসোপানে বসি মুদি নেত্রদ্বয়
রয়েছি——হৃদয় ব্যাপ্ত অনলচিন্তনে !
গরলপ্রমুখ অগ্নি সহস্র শিখায়
তরল শোণিতস্রোত করি উষ্ণতর
বহিছে বিদ্যুতবেগে শিরায় শিরায়।
জ্বলিতেছে ধাঁ ধাঁ করি প্রতি মর্ম্মস্তর !
সহসা কে যেন আসি এমন সময়
চাপিয়ে ধরিল কর——কাঁপিল হৃদয় !

(১৩)

ফিরিল পশ্চাতে নেত্র——হইল দর্শন
শরত-সুধাংশু যথা গগন-অঙ্গনে
নবীনযুবকমূর্ত্তি—মানস-রঞ্জন !
স্ফুরিত ত্রিদিব-বিভা—আয়ত লোচনে !
অজ্ঞাতে হৃদয়কক্ষ হ'ল উন্মোচিত,
খেলিল বিদ্যুত তথা !—স্মৃতির দর্পণে
দেখিল অবোধ বালা আছে সুরঞ্জিত
সেই অমরার মূর্ত্তি—কনক রঞ্জনে !

সেই মূর্ত্তি—যেই মূর্ত্তি অনল-শিখায়
হ'তে ভস্ম—রেখেছিল অভাগী বালায়!

(১৪)

"পাগলিনি!
কেন সন্ধ্যাকালে বসি সরসীসোপানে?"—
কাঁপিল যুবককণ্ঠ!—কি দিব উত্তর?
"কেন সন্ধ্যাকালে বসি সরসীসোপানে?"
জানেনা অবোধ বালা জানেন ঈশ্বর!
আবার কহিলা যুবা—"বল সুলোচনে
কেন সদা বিষাদিনী?—কেন অশ্রুজল?
উন্মেষ সুবর্ণ পদ্ম গরল প্লাবনে
কেন ম্লান?—মেঘে মাখা কৌমুদী তরল?
অয়ি মুগ্ধে!
তোমার বিষাদময়ী অনন্য মূরতি,
এঁকেছে হৃদয়-পটে অভাগা সম্প্রতি!

(১৫)

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনি! পশগে পিঞ্জরে;
পশিবে অভাগা যুবা অনন্ত প্লাবনে—
নির্জ্জন-কানন-কক্ষে—ভূধর-কন্দরে,
সাজিয়ে নবীন যোগী—যোগেন্দ্র-সাধনে!
অনন্ত সাগর সম ভালবাসা মম
ঢালিয়ে দিয়েছি তোরে,—যাই পাগলিনি!

যাই তবে!—অভাগার অপরাধ ক্ষম!
পশিবে অনন্ত ধামে এ মোর কাহিনী!
এক দুঃখ শশীমুখি! রহিল অন্তরে—
থাকিল ত্রিদিব-পদ্ম ভুজঙ্গগহ্বরে!"

(১৬)

নীরব নিস্পন্দ যুবা, ছল ছল আঁখি!
ঘুরিল বালিকানেত্রে অনন্ত ভুবন!
বিমুগ্ধা!—অজ্ঞাতে যুবা-বক্ষে শির রাখি
ধীরে ধীরে বিমুদিল যুগল লোচন।
না জানি যে কত কাল সে সুখ শয়নে
ছিলরে অবোধ বালা!—ভাঙ্গিল চমক;
দেখিলাম অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণ বদনে
অভাগীবদন চাহি আছেন যুবক!
দৃষ্টিমাত্র চারি চক্ষু হইল তরল,
ঝরিল আসার ধারা!—মানস-বিহ্বল!

(১৭)

বালিকার বিদ্রাবিত-হৃদয়-সরসে
ভাবের প্রবাহ-রেখা ভাসিল যে কত,
আশার আনন্দময়ী কৌমুদী পরশে
রঞ্জিয়ে রজত বর্ণে—মুক্তাহার মত!
কে করে গণন তাহা? কে করে দর্শন
বালিকা-হৃদয়-কক্ষ-নিহিত অনল

কি হেতু উঠিছে জ্বলি ?—কেন ?—কিকারণ
সরল তরল হৃদি হয়েছে চঞ্চল ?
জানেন ঈশ্বর যিনি চরাচরময় ;
পূর্ব্বেই করেছে বালা হৃদয় বিক্রয় !

(১৮)

যেই দিন—
নিশীথ-নিদ্রার কক্ষে অনাথা বালিকা
ঢালিয়ে অবশ দেহ—স্বপন খেলায়
ছিল মত্ত !—প্রাক্তনের গুপ্ত যবনিকা
তুলিয়ে দেখিতেছিল—জ্বলন্ত জিহ্বায়
গর্জ্জিছে দুর্ব্বার অগ্নি বিকটদর্শন !
সহসা কাঁপিল হৃদি সহসা অমনি
কে যেন ধরিল কর,—মেলিয়ে নয়ন
হেরিনু যুবকমূর্ত্তি ;—করি হু হু ধ্বনি
সত্যই জ্বলিছে ঊর্দ্ধে প্রচণ্ড অনল !
আতঙ্কে অবলা হৃদি হইল বিহ্বল !

(১৯)

সেই দিন সেই ভীম অনল সম্মুখে
বালিকা সরল হৃদি করিয়াছে দান
সেই যুবকের করে,—আবেগপ্রমুখে !
অভাগী-জীবনে সেই জীবন্ত আখ্যান !
সেই দিন হ'তে সেই আশার স্বপন,

নিত্যই দেখিত বালা—কাঁপিত হৃদয়!
নব প্রণয়ের সেই অস্ফুট সিঞ্জন
হইত সে হৃদি-তন্ত্রে! মানিত বিস্ময়!
আঁধার জীবনে সেই স্বর্গীয় আলোক
দেখিত অবোধ বালা,—পাইত পুলক!

(২০)

প্রাণের পরাণ সেই হৃদয়-রতন,—
ভিকারিণী-জীবনের অনন্য সম্বল,
বালিকার পাশে হৃদি করি উন্মোচন,
দেখাইলা আমি তাঁর,—তপ্ত অশ্রুজল
বহিল কপোল প্লাবি—তিতিল উরস!
কি জানে বালিকা তার আছে কি উত্তর
বলিতে জীবিতনাথে?—মর্ম্মের মানস
খুলিয়ে দেখাতে তাঁরে,—তথা নিরন্তর
কিযে কি হ'তেছে কাণ্ড! বুঝেনা বালিকা,
ফুল-লতা-বদ্ধ যথা কানন-সারিকা!

(২১)

কতক্ষণ পরে মুছি বসনে নয়ন
কহিলা হৃদয়নাথ—'কেন পাগলিনি!
যুগল বিলোল নেত্রে আসার বর্ষণ?
কেন ম্লানমুখী স্ফুট স্বর্ণ সরোজিনী—
এপোড়া-হৃদয়-রত্ন?—বল একবার
ভালবাস তুমি এই অভাগা যুবায়!

বল তবে প্রাণাধিকে বল একবার
শুনে যাই ;—জন্মশোধ ত্যজেছি আশায়!
অনন্ত জীবনে যবে মিশিবে জীবন,
স্মরিবে অভাগা এই সুখদ স্বপন!’

(২২)

এ কি কথা!—বালিকার কাঁপিল অন্তর,
আবেগ-প্লাবিত হৃদি হ’ল বিলোড়িত ;
ধরিয়ে দক্ষিণ করে যুবকের কর,
কি যেন বলিতে হৃদি হইল স্তম্ভিত!
শক্তিহীন বাক্-যন্ত্র,—মলিন আনন!
ফুটিল শরম-রেখা যুগল কপোলে।
ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার তিতিল নয়ন ;
দুই, চারি অশ্রুবিন্দু যুবা করতলে
গড়িয়ে পড়িল আসি ;—চমকি অমনি
কহিলা যুবক—‘মোরে ভালবাস ধনি!’

(২৩)

‘ভালবাস ধনি!’ এর কি দিব উত্তর?
বালিকার ক্ষুদ্র হৃদে নাই কি সে স্থান
জীবন-রক্ষক যিনি—জীবন-ঈশ্বর
ভালবাসিবারে তাঁয়!—সুধু কি পাষাণ!!
ছুটিল ধমনীপথে প্রতপ্ত শোণিত,
দুরু দুরু করি পুনঃ কাঁপিল অন্তর,

ফুটিল রসনা,—হৃদি হ'ল উচ্ছ্বসিত ;—
কহিলাম—"পাগলিনী কি দিবে উত্তর ?—
সতত দেখিতে পাশে চিত যাঁরে চায়,
কিরূপে বুঝিবে ভালবাসে কিনা তায় !"

(২৪)

বালিকার করস্থিত যুবকের কর
হ'ল স্বেদ-সিক্ত,—হৃদি হইল স্পন্দিত !
নীরবে দেখিল বালা,—হৃদয়-কন্দর
নূতন তরঙ্গ মুখে হইল কম্পিত !
কহিলা প্রাণেশ—'প্রিয়ে জনমের মত
এ দাস রহিল দাস চরণে তোমার ;
ভালবাসি শশিমুখি তোমারে যে কত
জানেন অন্তরযামী কি বলিব আর ?'
প্রাণেশবচনে—আর্দ্র হইল নয়ন,
হইল—
অদৃষ্ট সীমান্তে এক বিন্দু বরিষণ !

(২৫)

স্মৃতিলো !
কি কাজ সে গুপ্ত-বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ-বিকাশ ?
বালিকার ভস্মহৃদে করিয়ে ফুৎকার
প্রধূমিত করিবারে কেন এ প্রয়াস ?
কেন হলাহলে তীব্র বিদ্যুত সঞ্চার ?

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের জ্বলদূর্ম্মিমালা
তরতর বেগে যবে হয় অগ্রসর,
কিরূপে বুঝিবে তাহা অর্ব্বাচীনা বালা
কোথা হ'বে সীমা প্রাপ্ত ?—জানেন ঈশ্বর !
জানেন ঈশ্বর সেই সুখ-সম্মিলনে,
ফুটে ছিল নব দীপ্তি বালিকা-জীবনে !

(২৬)

প্রাণেশ-আদরে সদা ছিনু গরবিনী,—
ভুলিয়ে যাতনাপূর্ণ ভীষণ সংসার,
খেলিত কল্পনাসঙ্গে আশা-পিশাচিনী
নিভৃত হৃদয়ে নিত্য,—হ'ত চমৎকার !
চলিলে প্রতিচী-প্রান্তে দেব বিভাকর,
প্রত্যহ ছুটিত বালা সরসীর ধারে ;
ভেটিতেন আসি নিত্য জীবন-ঈশ্বর
দুখিনী বালায় তথা নব সমাদরে !
অকপট ভালবাসা এ মর জীবনে
সেই মাত্র জানে বালা প্রাণেশ-মিলনে !

(২৭)

"নব জীবনের স্রোত নবীন হিল্লোলে
চলেছিল ;—একদিন দেখি অকস্মাৎ
প্রাণেশ কাতর-নেত্র—তিতি অশ্রুজলে
অভাগী বালায় আসি দিলেন সাক্ষাৎ

সে মূর্ত্তি দেখিয়ে মম কাঁপিল হৃদয় !
কহিলাম—একি নাথ ! কেন হেন বেশ ?
বল উপস্থিত আজি কি মহাপ্রলয় ?
কেন হেন ব্যাকুলিত বল হৃদয়েশ !
অভাগীর হৃদে আর নাহিক পরাণ,
হেরিয়ে তোমার অই বিষণ্ণ বয়ান !

(২৮)

সম্বরি' নয়নে নাথ নয়নের নীর
অতি কষ্টে বলিলেন—'প্রেয়সি আমার !—
মরমের ধ্রুব তারা !—প্রেম-পয়োধির—
অন্তরনিহিত রত্ন !—জীবনের হার !
ভাঙ্গিতে তোমার আজি সুখের স্বপন,
প্রমাদ-বাসনা-পূর্ণ উন্মত্ত যুবক
আসি উপনীত পাশে ;—কর বিলোকন !'
অবাক বালিকা ! নেত্র হ'ল অপলক !
আবার কাঁপিল হৃদি,—হইল দর্শন
ক্ষণকাল ধূমপূর্ণ অনন্ত ভুবন !

(২৯)

"পশিল শ্রবণে পুনঃ—"অয়ি পাগলিনি !
চলিল অভাগা যুবা দূর দেশান্তরে,
সঙ্গে নিয়ে মায়াবিনী আশাপিশাচিনী,—
পাপিয়সী ধন-তৃষা,—বিমুগ্ধ অন্তরে।

উষার রক্তিম ছটা করি বিলোকন,
স্ফুটোন্মুখ সরোহ্রদে স্বর্ণ সরোজিনী,
না হইতে আপনার পূর্ণ বিকশন,
দলিত কুঞ্জরদন্তে!—জীবন-রূপিনি!
অভাগা সময়-স্রোতে ঢালিল জীবন;
'ভালবাসা-মহাযজ্ঞ' হ'লনা পূরণ!

(৩০)

"প্রেয়সিরে!
কি যে কি হ'তেছে কাণ্ড এ হৃদয়ে আজি
বলিতে অশক্ত!—হৃদি দিয়ে বলিদান
চলিল উন্মত্ত যুবা ক্রীতদাস সাজি!
বাঙ্গালীজীবনে যাহা স্বর্গীয় সন্মান!!
সয়েছি গঞ্জনা বহু,—সহিবনা আর।
ধনলুব্ধ আত্মীয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ—
করিতে ত্যজিব আজি ঘৃণিত সংসার!
দেখিব অর্থের বর্ত্ম করি অন্বেষণ!
এক দুঃখ—প্রাণাধিকে বিচ্ছেদ তোমার—
কম্পিত করিছে হৃদি অভাগা যুবার!"

(৩১)

কি বলিব? বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'লনা তখন,
জ্ঞান-হারা;—সরসীর সোপানশয্যায়
ঢালিনু অবশ দেহ,—(মুদিল নয়ন!)—

ঝটিকা বিচ্ছিন্না বনলতিকার প্রায় !
যখন সে মূর্চ্ছাভঙ্গে খুলিল নয়ন,
দেখিনু যামিনী ঘোরা !—শিয়রে আমার
বিমাতা বাঘিনীপ্রায় করিছে গর্জ্জন !
আতঙ্কে কাঁপিল হৃদি !—কি বলিব আর ?
জীবনের আশা যত দিয়ে বিসর্জ্জন
করিলাম বিমাতার পশ্চাত্ গমন।

(৩২)

সেই হ'তে এক দিন' এ পাপ আগার
ছাড়ি নাই !—সহিয়াছি অনন্ত যাতনা !
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী করেছিল সার
কঠিন পিঞ্জরবাস—(নিয়ত লাঞ্ছনা !)
পিতার ধিক্কারবাক্য,—মাতার তর্জ্জন—
সহিয়াছি ;—সহিয়াছি অনন্ত গঞ্জনা
প্রতিবেশিমুখে নিত্য ;—হয়নি মরণ !
কলঙ্কিনী বলি সবে করেছে ঘোষণা
বনবিহগীরে !—ধিক্ মানবের মন,—
সাধ্বীর মরমব্যথা বুঝেনা কেমন !

(৩৩)

বিমাতার উত্তেজনা-অনল-শিখায়
উত্তেজিত হ'য়ে পিতা করেছেন স্থির,
ডুবা'তে অতল জলে অভাগী কন্যায়,—

মনোমত বর এক—বাতুল স্থবির!
কালি নাকি হবে বিভা!—হায়রে কপাল!
কোথায় প্রাণেশ মম জীবন-ঈশ্বর!—
হৃদয়-সরোজ-রবি! এ ঘোর জঞ্জাল
হ'তে কে বাঁচাবে আজি বল প্রাণেশ্বর!—
তোমার আদরমাখা যতনের ধন!
বুঝিলাম নাথ!
'ভালবাসামহাযজ্ঞ' হ'লনা পূরণ!

(৩৪)

আজি এই জীবনের অনন্ত বন্ধন
ছিঁড়িবে অবোধ বালা করিয়াছে স্থির।
প্রাণাধিক!—দুখিনীর জীবন-জীবন!
হ'লনা সাক্ষাৎ দুঃখ র'ল অভাগীর!
ক্ষমিও এ অপরাধ,—অন্তিম শয্যায়
পারিলনা অভাগিনী করিতে বন্দন
ওপদ-রাজীব তব!—অনলজিহ্বায়
হ'তে ভস্ম রেখেছিলে যাহার জীবন;
যে জীবন ছিল তব যতনের ধন,
আপনি সে দিল ছিঁড়ি আপন বন্ধন!

৩৫

এ সংসারে কোথা' যদি সোদর আমার
বাঁচিয়ে থাকেন হায়!—পশিবে যখন
কর্ণে তাঁর অভাগীর মৃত্যু-সমাচার,—

না জানি সে শোকে দাদা ত্যজেন জীবন!
ভাই বোন্ দুটী মোরা সংসার প্রান্তরে
ছিনু ফুটি এক পাশে,—হায়রে কপাল!
ছুটিয়ে গেলেন ভ্রাতা দূর দেশান্তরে!
ঘিরিল অভাগীভাগ্যে অনন্ত জঞ্জাল!
পুনঃ যদি কভু দাদা!—
ফিরে আসি গৃহে—ডাক 'কোথায় ভগিনি!'
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথায় ভগিনি!'

৩৬

জন্মভূমি জননি গো! জীবনের তরে
চলিল দুখিনী আজি ত্যজিয়ে তোমায়!
যে জ্বালা জ্বলিছে সদা হৃদি স্তরে স্তরে,
নিবাবে আজিকে তাহা তীক্ষ্ণ ছুরিকায়!
কোথা হে অনাথনাথ দেব দয়াময়!
অনন্ত-যাতনা দগ্ধ অনাথা বালিকা
অন্তিমে যাচিছে আজি ওপদআশ্রয়!"
কাঁপিল বালিকাহৃদি!—শাণিত ছুরিকা
ঝলসিল দীপালোকে!—জীবন বন্ধন
দিল কাটি!—ছিন্ন লতা হইল পতন!

গরল উচ্ছ্বাস।

১

ভবেন্দ্র-ভবনে, নগেন্দ্র-নন্দিনী
উপনীত আজি ;—ত্রিদিব-বন্দিনী!
বিজয়াবসানে ছাড়ি হিমালয়,
আঁধারি ভারত-ভকত-নিলয়!
হেরিয়ে ভবেশ, ভবানীবদন,
অপার আনন্দে ডগমগ মন!
ধরে না আমোদ শ্বেত ধরাধরে,
উছলিয়ে যেন পড়িতেছে গ'ড়ে ;—
হাসিতেছে জয়া বিজয়া বসি।

২

"বম্ বম্ বম্ হর হর হর!"
বলিয়ে ভৈরব কিঙ্কর নিকর
গর্জ্জিছে সঘন,—প্রাবৃটে যেমন
ঘন ঘন হয় জীমূতগর্জ্জন!
তালে তালে সবে ফেলিয়ে তাল,
নাচিছে আনন্দে বাজায়ে গাল!
"বম্ বম্ বম্ হর হর হর!"
প্রতিধ্বনি-স্বরে ধ্বনিছে কন্দর!
ভূতনাথ ভালে হাসিছে শশী!

(৩)

বিধূত-রজত-প্রতিভা-লাঞ্ছিত
অথবা প্রবল-বায়ু-বিতাড়িত
শ্বেত ফেণ-মালা,—সাগর-বেলায়
প্রপুঞ্জ আকারে যথা শোভা পায়,
তেমতি ;—ধবল অচল কৈলাসে,—
অনন্ত হীরক-বিভাস বিকা'শে
শ্বেতবরবপু, বৃষভ-বাহন,
ঢুলু ঢুলু ভাবে ঢলে ত্রিনয়ন!
না ধরে আনন্দ অধরতলে!

(৪)

ভবানীর ভাবে বিহ্বল ভূতেশ!
ডাকিয়ে নন্দীরে করিলা আদেশ,—
নন্দিন্!—
বাছারে এমন আনন্দসময়
ঘোট সিদ্ধি ত্বরা,—বিলম্ব না সয় ;
বাছি বাছি আনি মিশাও তাহায়
ধূতুরার বীজ অধিক মাত্রায়!
ঢাল গঙ্গাজল ভরিয়ে কটরা,
ঘুরাইয়ে 'সটা' ঘোট দেখি ত্বরা ;
"জয় জয় শিবা সিদ্ধিদা" ব'লে!

(৫)

একেই উন্মত্ত ভবেশকিঙ্কর,
তাহে প্রভু-আজ্ঞা,—প্রফুল্ল-অন্তর!

গভীর গর্জনে 'নিজদল' গণে,
"সিদ্ধিআন" বলি ডাকিলা সঘনে!
শুনিয়ে শঙ্কর-কিঙ্কর-নিকর,
ধ্বনিল হরষে "হর হর হর!"
অপার আনন্দে হয়ে কুতূহলী,
আনিয়ে যোগা'ল সিদ্ধিপূর্ণ থলী,
ত্রিশূলী-পার্শ্বস্থ নন্দীর আগে!

(৬)

আনন্দিত নন্দী উমেশ-আদেশে,
বসিয়ে প্রকাণ্ড গিরীন্দ্র-শিরসে,
ভীম ভুজযুগে ভীমদণ্ড ধরি,
ভীম-অনুজ্ঞায় ভবানীরে স্মরি,
ভীম বলে ভীম-বলী বীরবর,
কাঁপাইয়ে ভীম পর্ব্বত শিখর,—
আরম্ভিল সিদ্ধি ঘোটিতে সত্বর,
সিদ্ধকাম!—সিদ্ধি-ঘোটন-তৎপর!
মিশা'য়ে ধূতুরা অধিক-ভাগে!

(৭)

হ'ল সিদ্ধি ঘোটা, দিলেক ধরিয়ে
ভূতনাথ আগে!—ত্রিনেত্র মুদিয়ে
প্রমোদ-বিহ্বল ভূতেশ তখন
পানকরি সিদ্ধি, বিগত-চেতন!

দারুণ নেশায় টলিল শরীর,
(টলিল কৈলাস হইয়ে অস্থির !)
আরক্ত ত্রিনেত্র অর্দ্ধ-নিমীলিত,
অনন্ত জগৎ করিয়ে বিস্মিত,
পড়িলা ঢলিয়ে নন্দীর কোলে !

(৮)

কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড ভবের বিহ্বলে,
গরজিল ফণী নীলকণ্ঠগলে !
ধক্ ধক্ বহ্নি কপাল-ফলকে
জ্বলিতে লাগিল ঝলকে ঝলকে !
উছলিয়ে ভীম জটার বন্ধনী,
কল কল স্বরে কল-কল্লোলিনী
ছুটিল সবেগে, প্লাবিয়ে ভূধর !
উঠিলেক ধ্বনি "হর হর হর !"
কাঁপিল ত্রিলোক সে ভীম রোলে !

(৯)

বিস্মিতা বিজয়া ! সাদরে অমনি
বলিলা "হেরগো হেরম্ব-জননি !
অচেতন হর সিদ্ধিপান করি,
করাও চেতন,—যাও সিদ্ধেশ্বরি !
যাও ত্রিলোচনা !—যথা ত্রিলোচন ;
করাও তাঁহার সংজ্ঞা উদ্দীপন !—
শুনিয়ে সে বানী ভবমনোরমা,

(শারদ-কৌমুদী জিনি নিরুপমা !)
দ্রুত উপনীত ভবেশপাশে !

(১০)

অস্পন্দ শিবাঙ্গ হইল স্পন্দিত,
ভীষণ গরল হ'ল উদ্গীরিত ;—
(নীল-কণ্ঠ কণ্ঠে ধরেছিলা যাহা
সমুদ্র-মন্থনে ! —নিঃসরিল তাহা ।)
ধক্ ধক্ তায় জ্বলিল অনল ;
ধরিলা ভবানী পাতি পাণি-তল
অঞ্জলি পূরিয়ে,—সে ভীম প্রবাহ—
তীব্র হলাহল !—চারু অঙ্গ দাহ
হইল উমার !—সুতপ্ত কাঞ্চন
মূরতি ধরিল অসিত বরণ ;
কাঁপিল ত্রিদশ ভীষণ ত্রাসে !

(১১)

অস্থিরা শঙ্করী, কহিলা শঙ্করে,—
(ত্রিতন্ত্রী বীণার পঞ্চম ঝঙ্কারে ।)
"হের বিশ্বম্ভর ! বিশ্ব রসাতল
যায় যে !—উচ্ছ্বসি ভীষণ গরল !
ধরিতে এ বিষ অশক্তা ভবানী,
কোথায় রাখিব ? বল শূলপাণি !"—
মৃদু হাসি ধীরে কহিলা মহেশ

"ফেল আর্য্যভূমে"—শুনিয়ে আদেশ,
ভারতে গরল ছাড়িলা সতী।

(১২)

ভারতের প্রতি শিরায় শিরায়,
অস্থিরন্ধ্র-পথে, জ্বলদগ্নিপ্রায়
সে উষ্ণ প্রবাহ হ'ল প্রবাহিত!
ভীম হলাহল হ'য়ে উচ্ছ্বসিত
প্লাবিল ভারত!—বিধির বিধান,—
নন্দন হইবে বিকট শ্মশান!
ছাড়িলা কমলা ভারত-নিলয়
সহ বীণা-পাণি।—ব্যথিত হৃদয়!
হেরিয়ে ভারতে গরলবতী!

একাকিনী।

১

বিজন বিপিনে বসি একাকিনী
কেরে বামা অই বিনোদ-দামিনী,—
শারদ-কৌমুদী জিনি সুবরণা!
ললিত লাবণ্য!—বিলোল-লোচনা!
ভূতলে অতুল রূপের খনি!
বিকচ-কুমুদ-বিভা-বিভাসিত

শুভ্র উত্তরীয়ে তনু আবরিত ;
হীন-আভরণা—নবীনা যুবতী,
প্রকৃতির যেন প্রশান্ত মূরতি !
চিত্রের আদর্শ !—রমণীমণি !

(২)

কাঞ্চন-মৃণালে কনক-কমল
জিনি করতলে স্থাপি গণ্ডস্থল,
বন-বিহারিণী—অনন্য-মানসে,
(স্বর্ণ পদ্ম যথা শান্তির সরসে !)
ঢল ঢল নেত্রে রয়েছে বসি।
চাঁচর চিকুর চুমে রজঃকণা,
কৃষ্ণ কাদম্বিনী,—নাগিনী-গঞ্জনা !
ঢাকি চারু পৃষ্ঠ, উন্নত উরস ;
চপলা-জড়িত তোয়দ-তামস !
কিম্বা যথা আধ জলদে শশী।

(৩)

শারদ জ্যোস্নায় ঘনমালা মাখি,
কানন-প্রাঙ্গণে গেছে কেবা রাখি !—
কে যেন হীরায় পান্নায় মিশা'য়ে,
রেখেছে অপূর্ব্ব মূরতি নির্ম্মায়ে
নিবিড় গহনে, মনের সুখে !
কেরে এ কামিনী—এথা একাকিনী,

বনগতা যথা জনক-নন্দিনী।
নল-মনোরমা চারুশীলা সতী—
অথবা কাননে হারাইয়ে পতি!
কিম্বা-বনদেবী বিনতমুখে!

(৪)

মৃদু সমীরণে কাঁপিছে বসন,
কাঁপিছে অলকা—ভুবন-মোহন!
নদী-হ্রদে মৃদু হিলোলে যেমন
কাঁপয়েমধুর বিধুর কিরণ,
তেমতি ;—রূপের বাহার খু'লে!
এ চারু-বদনা, ললিত ললনা
অতুলিতরূপ,—অমর-বাসনা!
বন আলো করি বসি একাকিনী
কেরে হেম-প্রভা?—কাহার ভামিনী?
আনত আননে আপনে ভুলে!

(৫)

দেখিতে দেখিতে হইল স্পন্দিত,
সে দেবী-প্রতিমা!—বায়ু-বিকম্পিত
স্বর্ণলতা যথা দেবেন্দ্র-কাননে!—
খেলিল বিদ্যুত আয়ত নয়নে
স্বর্গীয় প্রতিভা বিকাশ করি!
কাঁপিলেক ঘন পীন বক্ষঃস্থল,
বারিধি-উরসে যথা ঊর্ম্মিদল!

কাঁপিল অধর, প্রবালজড়িত
অনঙ্গ-কার্ম্মুক !—হইল কম্পিত
মন্দাকিনী-নীরে সুবর্ণ-তরী।

(৬)

ত্রিদিবের দ্বার করি উন্মোচিত,
সুকণ্ঠী-কিন্নর-কণ্ঠ-বিধূনিত
কিম্বা সুরবালা-সুস্বর-লহরী
পশিল সহসা কানন শিহরি
শ্রবণ-বিবরে সুধার ধারে।
দক্ষিণ পবনে চলিল নাচিয়া
সে মধুর গীতি !—ঢলিয়া ঢলিয়া
জাহ্নবী-জীবনে, অনন্ত ভবনে,
অনন্ত গহনে, অনন্ত শ্রবণে
পশিল কাঁপায়ে অমরা দ্বারে।

(৭)

বনদেবী পানে ফিরিল নয়ন
হেরি,—কল কণ্ঠ করি বিধূনন,
সুতার সেতারা, বীণা বিনিন্দিত
ছড়ায়েছে বামা মধুর সঙ্গীত,
অনন্ত-গগন বিভেদ করি।
হৃদিস্তরেস্তরে, শিরায় শিরায়
পশিল সে গীতি বিমল ধারায়।

কাঁপিল হৃদয়!—হৃদিতন্ত্রীচয়!
সঙ্গীত-সঙ্গতে হইলেক লয়
হৃদয়-ত্রিতন্ত্রী সে তান ধরি!

(৮)

কেরে কলকণ্ঠা মধুর নিস্বনে
বিজন বিপিনে তুষিল শ্রবণে?
কেরে এ অবলা এথা একাকিনী?
কিন্নরী, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,
অথবা মকর-কেতন-প্রিয়া।
মধু-কণ্ঠে মাখি বিরহের বিষ,
বিরহ-সঙ্গীতে পূরি দশ দিশ,
কেরে সুধাময়ী সুধায় গরলে
মিশা'য়ে ঢালিছে ধরণীমণ্ডলে?
কি তাপে না জানি তাপিত হিয়া!

(৯)

সঙ্গীতের সহ,—অঞ্জন-রঞ্জিত
বিলোল-লোচন-অপাঙ্গ-বাহিত
হ'ল জলকণা!—মুকুত-গঞ্জন!
গোমুখীর মুখে জাহ্নবী-জীবন
ধীরে ধীরে যথা গড়িয়ে পড়ে!
তেমতি কি হেতু আসার-ঝরণা
ঝরিল নয়নে!—কেনরে ললনা
আপনার স্বরে আপনি বিমনা;

কোমল হৃদয়ে কি যেন যাতনা
উঠিল জাগিয়ে বিষাদভরে !

(১০)

কেরে একাকিনী বন-বিমোহিনী !
বিষাদ-সঙ্গীতে পূরিছে মেদিনী ;
কেন ঝর ঝর নয়ন-কোণায়,
ঝরিছে সলিল ঝরণার প্রায় !
জ্বলিছে হৃদয়ে কি পাপ জ্বালা !
চিনেছি চিনেছি হ'বে না বলিতে,
গরল-পূরিত তরল সঙ্গীতে,
হৃদয়-অর্গল করি উন্মোচন
দেখায়েছে ;—এ কে রমনী-রতন ?—
" অভাগা বঙ্গের বিধবা বালা ! "

মহা-নিদ্রা।

(১)

উদি পূর্ব্বাসারে ভানু পশিছে পশ্চিমে ;
আসিছে যামিনী ;—পুনঃ উদিছে তপন!
রঞ্জিছে প্রদোষ, উষা সুবর্ণ রক্তিমে,
কালের অনন্ত চক্রে ;—(নৈত্যিক দর্শন !)
আশার বুদ্বুদ শত মানস-সরসে

উঠিছে, ফুটিছে, ক্ষণে মিশিছে আবার !
নিত্য নব সময়ের সমীরপরশে—
হ'তেছে প্রকৃতি-কক্ষে বিদ্যুত-সঞ্চার !
বাজিছে কালের ভেরী কঠোর নিস্বনে !
ভাসিছে অনন্ত বিশ্ব—অনন্ত প্লাবনে !

(২)

সুখ দুঃখ জগতের প্রতি স্তরে স্তরে
বাহিত,—তরঙ্গময় অমিয়-গরল !
শান্তির সলিলে কোথা তাপ শান্তি করে,
কোথাও জ্বলিছে ভীম নরক অনল !
নিসর্গের কক্ষে কক্ষে নিত্য বিপর্য্যয় !—
রাজার প্রাসাদ কত জম্বুক-নিবাস !
রাজ-হর্ম্ম্যে রম্য পুনঃ অটবী-হৃদয় !
মহাসিন্ধু-বক্ষে নব রাজ্যের প্রকাশ !
সুন্দর নগর কত কাল-কুক্ষিগত !
চারু সমতলক্ষেত্র উন্নত পর্ব্বত !

(৩)

ত্রিদিব-প্রতিভা যার বদনে বিকাশ
দেখিছ আজিকে নব সুখ সম্মিলনে ;
কালি তথা ভাবনার বিষম হুতাস
ঢেকেছে সে মুখকান্তি মসী-আবরণে !
আজি অশ্রুনীরে যার ভাসিছে বদন
শিশির-নিষিক্ত বন-কুসুম সমান ;

কালি তথা প্রমোদের প্রতিভা স্ফুরণ
হ'তেছে,—সুহাসপূর্ণ সে চারু বয়ান!
কেবা জানে?—কেবা ভাবে?—
অলক্ষ্যে সংসারবক্ষে সদা লম্বমান—
কালের স্ফুলিঙ্গ-বিভা—উলঙ্গ কৃপাণ!

(৪)

ভবিতব্য-চিত্রপট করি উন্মোচন
কে করে গণন তার অঙ্ক সমুদয়!
জানিত কি বীরর্ষভ নৃপ দুর্য্যোধন
কুরুযুদ্ধে যুধিষ্ঠির লভিবে বিজয়?
জানিত কি পৃথ্বীরাজ,—পাপিষ্ঠ যবন
শঠতার মায়াজাল করিয়ে বিস্তার,
ভারতের সর্ব্বনাশ করিবে সাধন?—
পশিবে সে দেবকণ্ঠে ঘাতক-কুঠার?
জানিত সিরাজ কি সে পলাশি-প্রাঙ্গণে
পরাজিত হ'বে ক্ষুদ্র বৃটনীয়-রণে?

(৫)

জানিত কি কাপালিক পালিতা বালিকা
কপালকুণ্ডলা,—বন-কুসুম-বল্লরী—
সাগর-কপোতী কিম্বা কানন-সারিকা,
অকালে ডুবিবে নব জীবনের তরী?
জানিত পারিস কি সে মঞ্জু কুঞ্জ-লতা

শারদ-কৌমুদী-ময়ী ত্রিদিব-ললনা
হেলেনায় আনি গৃহে (লজ্জা-কর কথা!)
ভস্ম হ'বে ইলিয়ম—দেবেন্দ্র-বাসনা?
জানিত কি রক্ষোরাজ জানকী-হরণ
হইবে কর্ব্বুর-কুল-নিধন-কারণ?

(৬)

এণ্টনির সুখ-সরঃ—স্বর্ণ পঙ্কজিনী
জানিত কি ক্লিওপেট্রা—বিদ্যুত-কুমারী,
প্রস্ফুট-যৌবন-মুখে হবে অনাথিনী?—
অকালে শুকাবে ফুল্ল সরোজ সুন্দরী?
জানিত কি শকুন্তলা তাপস-তনয়া
তপোবন-বিভাময়ী—কুসুম-কামিনী;
নৃপেন্দ্র দুষ্মন্তে বরি—পবিত্রহৃদয়া
রাজসভাতলে হবে গঞ্জনা-ভাগিনী?
জানিত কি জুলিয়েট—রোমিও-রতন,
ডুবিবে গরল-জলে মুকুল-যৌবন?

(৭)

ভারতের ভাগ্য-লিপি আর্য্যসুতচয়
জানিত কি আছে বদ্ধ মসী আবরণে?
ঘৃণিত অন্তিম দৃশ্য!—হলাহলময়!—
পশিবে নিরয়-বহ্নি নন্দন কাননে?
অতিক্রমি সিন্ধুনদ,—ভারত পরিখা,

কে জানিত আর্য্যাবর্ত্তে দিবে দরশন—
বিদলিতে আর্য্য-বীর্য্য-সুযশ-মালিকা,
কপটী মুণ্ডিত-মুণ্ড— শ্মশ্রুল যবন ?
কে জানিত ভারতের স্বাধীনতা-রবি
যবনের পাপস্পর্শে লুকাইবে ছবি ?

(৮)

যেই দিন মহম্মদী বিজয়-কেতন
বিস্তৃত কাগার ক্ষেত্রে হইল স্থাপিত,
বীরকুলর্ষভ পৃথ্বী ত্যজিলা জীবন,
সেইদিন আর্য্যভূমি হারা'ল সম্বিত !
সার্দ্ধসপ্তশত বর্ষ গত সেই হ'তে,
তবুও হ'লনা হৃদে চেতনা সঞ্চার ?
না জানি বা কত কাল রবে এই মতে !
না জানি অন্তরে কিবা আছে বিধাতার !
সাধের ভারত এবে মহানিদ্রাগত !
কে পারে ফিরা'তে যাহা ললাট-নিয়ত ?

(৯)

অইত উষার শিরে উদিয়ে তপন
প্রদোষ-প্রতীচী কক্ষে করিছে শয়ন!
অইত ভারতে সেই আর্য্যের নন্দন ;—
তবুও ভারত কেন চির অচেতন ?

'কেন চির অচেতন ?'—

কে ক'বে সে গুপ্তকথা, হৃদির প্রতপ্ত ব্যথা
কে দেখিবে হৃৎপিণ্ড ক'রিয়ে কর্ত্তন?—
কেন আর্য্য-সুত-অক্ষি উষ্ণ প্রস্রবণ?
কাননের শুক সারী বাঁধিলে শৃঙ্খলে,
কে করে সন্ধান তার প্রতি মর্ম্মস্থলে?

(১০)

বিধিরে!
না জানি কতই দোষী অভাগী ভারত
তোমার চরণতলে!—কব তা কেমনে?
হৃদয়-শোণিত তার কেন বা সতত
তুলিয়ে আহুতি দি'ছ জ্বলন্ত জ্বলনে?
এসহে পথিক! দেখ ভারতের দশা!
সরলা বালার এই মুমূর্ষু শয়ন!
কাঁপিবে হৃদয়তন্ত্রী,—ঝরিবে সহসা
দর দর জলধারা উছলি নয়ন!
রাজার ঘরনী-দেহ শ্মশানের কোলে
* * * হায় আত্ম-কর্ম্মফলে!

(১১)

সত্য কি মা আর্য্যভূমি!—মহানিদ্রাগত?
'মহানিদ্রাগত'—একি দারুণ কাহিনী!
আর্য্যসুত-হৃদয়ের শিরাশিরা শত শত
শুনিলে হইবে নাকি বিদ্যুত বাহিনী?
কি লিখিতে রে লেখনি! লিখিলি কি কথা!

দুর্ব্বল বাঙ্গালী করে অনলের রেখা—
কি হেতু তুলিলি ?—(পাপ মরমের ব্যথা !)
ভারতের বিড়ম্বনা বিধাতার লেখা !
আরকি ভারতভূমি মেলিবে নয়ন ?
পাবেকি সে দিন ফিরে ভারত-নন্দন ?

(১২)

এই যে অসাড় দেহ,—বল মা আমায়—
এ ভাবে পড়িয়ে আর রবে কত কাল ?
কাঞ্চন-কমল পড়ি লুণ্ঠিত ধূলায়,—
পান্থ-পদ বিদলিত !—হায়রে কপাল !
অই যে মা !—ব্রহ্মপুত্র, মহেশ-মোহিনী,
হিমজা অলকনন্দা বিষাদবদন !
প্রায় অর্দ্ধ-শুষ্ক দেহ, দিবস যামিনী
দুঃখের কল্লোলে ভাসি করিছে রোদন !
নীরব ভারত-কুঞ্জে মধুকরতান !
"—ভারত—ভারত ?"—এবে সুধুই শ্মশান!!

(১৩)

আর্য্যভূমি !—মা আমার ! চাও একবার !
বারেক চাওমা খুলি মুদিত নয়ন !
প্রতি হৃদিকক্ষে তপ্ত শোণিতের ধার
দেখাই তোরে মা বক্ষঃ করি বিদারণ !
গলার দাসত্ব-রজ্জু,—শতখণ্ড শির,—
পৃষ্ঠের কলঙ্ক-রেখা,—হস্তের পালক—

(শ্বেত-হংস-পুচ্ছ)—ক্লিষ্ট নয়নের নীর !—
শোক-তাপ-জর্জ্জরিত হৃদয়-ফলক !
উন্মাদ ! দেখিছ কিরে মায়ার স্বপন ?
আর কি ভারত-মাতা মেলিবে নয়ন ?

(১৪)

জাগিবেনা ?—তবে কি মা চিরনিদ্রাগত ?
সত্যই দেখিছি কিরে মায়ার স্বপন ?
আশার সুবর্ণ দীপ আজো শত শত
জ্বলিছে মন্দিরে তব সুধু ?—অকারণ ?
বিংশ কোটী সুত মাতঃ ! সতৃষ্ণ নয়নে
রয়েছে ওমুখ চেয়ে ;—দেখিতে কেবল
জাগ্রত মূরতি তব ;—স্নেহের বন্ধনে
ঝরিছে নয়নপথে ধারা অবিরল।
মা বিনে মা ! হৃদয়ের দুঃখের লহরী
কাহারে দেখাব আর মনঃপ্রাণ ভরি ?

(১৫)

মহানিদ্রাগত ?—যথা চির শান্তি ধাম,
শোক, দুঃখ, মোহ, ক্ষোভ, হিংসা বিরহিত;—
তথা কি মা আত্মা তব লভিছে বিশ্রাম,
জীবনের শেষব্রত করি উদযাপিত ?
মা তোমার জীর্ণ-শীর্ণ-রুগ্ন-সুতগণে
বারেক নয়ন মেলি দেখিবেনা আর !
দেখিবেনা—ভাসে তারা সজল লোচনে !

পশিবে না কর্ণে তব করুণ চিৎকার !
সন্তানের দুঃখে প্রতি হৃদি-গ্রন্থি-স্থল
পড়িবেনা খসি আর হইয়ে বিকল !

(১৬)

অনন্ত নয়ন মেলি দেখুক জগত !
বিশ্বের পবিত্র অঙ্কে—(অদৃষ্টলিখন !)
অভাগিনী আর্য্যভূমি চির নিদ্রাগত,—
(করিয়াছে জীবনের অন্তিম শয়ন !)
এস হে ভারতবাসি !—জাহ্নবীর নীরে
দগধ-জীবন-তরী করি বিসর্জ্জন !
কি কাজ ভাসিয়ে নিত্য নয়নের নীরে ?
কি কাজ রাখিয়ে পাপ ঘৃণিত জীবন ?
আশার মস্তকে ভেঙ্গে পড়েছে পর্ব্বত !
আর্য্যা আর্য্যভূমি অই মহানিদ্রাগত !!

বসন্ত-পঞ্চমী।

(১)

বাজরে বাঁশরি !—মধুর লহরী
তুলিয়ে মধুর মধুর স্বরে ;
বীণা সপ্তস্বরা বাজ ত্বরা করি
প্রাণের সারঙ্গ প্রমোদ ভরে !

মধুর মৃদঙ্গ বাজরে মধুর,
সেতারা, রবাব আনন্দরবে ;
বাজ ভেরী সুখে ধুতুর ধুতুর
বিপুল আমোদে মাতায়ে সবে !

(২)

নাচ কলপনে স্ফুরিত আননে
ভারত উরসে ক্ষণেক আজি ;
সাজায়ে বরাঙ্গ বিমল ভূষণে
এসলো মোহিনি !—মোহিনী সাজি !
গি'ছে বর্ষ দিন অধীনী ভারত
কান্দিয়ে নিয়ত বিনত মুখে
এই দীর্ঘ কাল করেছে বিগত ;
ভাসিছে আজিকে নবীন সুখে !

(৩)

শ্বেত শতদল হও বিকশিত
বসিয়ে মৃণাল-আসন-পরে ;
ভারতে আজিকে ভারতী উদিত
সাধক-বাসনা-পূরণ তরে !
শারদ কৌমুদী জিনিয়ে উজল
শ্বেতবরবপু !—ত্রিতন্ত্রী-পাণি !
তব হৃদিপট স্থাপিবার স্থল
অতুল রাতুল চরণ খানি !

(৪)

গাও পিককুল! পঞ্চম নিক্বণে;
বাজাও প্রকৃতি বাসন্তী বীণা।
গাও মধুব্রত মধুর গুঞ্জনে;
আর্য্যভূমি আজি আমোদলীনা!
ভারতের ক্রোড়ে ভারত-নন্দন
পূজিতে ভারতী মেতেছে সবে;
অধীনতা-স্রোতে ভাসায়ে জীবন,
যাপিয়ে বরষ;—হরষ লভে।

(৫)

গাওরে মলয় স্থতান ধরিয়ে,
নাচাও রসাল মঞ্জরী-দলে!
গাওরে পাপিয়া গগন জুড়িয়া
ছড়ায়ে স্থস্বর বিপুল বলে!
গাও ভাগীরথি! ভ রত আমোদে
মধুর মধুর লহরী তুলি;
আবার,—আবার এ নব প্রমোদে
উজাও যমুনা আপনা ভুলি!

(৬)

প্রতি গৃহচূড়ে বাসন্তীকেতন
উড়িছে মৃদুল-অনিল-ভরে;
প্রতি পথ ঘাট, প্রত্যেক ভবন
সজ্জিত বাসন্তী কুস্থম থরে।

বাসন্তী কাঁচুলি, বাসন্তী ওড়না,
বাসন্তী বসনে করিয়ে আলা,
শোভিছে যতেক ভারত-ললনা!—
কুন্তলে বাসন্তী প্রসূনমালা!

(৭)

ভারত-রমণী ঘন "হুলুধ্বনি"
দিতেছে আমোদে মাতিয়ে সবে
"ভারতীর জয়" যত শিশুগণ
সম স্বরে গায় মধুর রবে!
অই যে ভারত-হৃদয়-আসনে
রাজিছে সারদা রাজীবোপরে!
আজি মা তোমার বিষাদ বদনে
রুচির প্রমোদ প্রতিভা ক্ষরে।

৮

ভারতের পূজা করিতে গ্রহণ
মাতঃ বীণাপাণি! ত্রিদিব ছাড়ি
(বিচিত্র-বিলাস নন্দন-কানন)
এসেছ যতেক দীনের বাড়ী।
নাহি পারিজাত, নাহি ইন্দীবর
পূজিতে ত্রিদশ-পূজিত পদ;
নাহি ভারতের রতননিকর,
শ্রীহীন,—বিহীন গৌরবপদ

(৯)

কাব্য-রত্নাকর নাহি রত্নাকর,
বিলয়কালের কবলতলে!
সুধার লহরী, সুমধুর স্বর,
সকলি তাসনে গিয়েছে চলে!
মধুময়ী বীণা ধরিয়ে যে জন
পাতার কুটীর মাঝেতে বসি,
রামগুণ গানে ভাসা'ত ভুবন!
—নাহি সে ভারত-উজল-শশী।

(১০)

ভারতের কোল করিয়ে উজল
বোলেনা ভারত-সঙ্গীত আর
ঋষি দ্বৈপায়ণ!—খ্যাত ভূমণ্ডল!
বেদ সংগৃহীত গুণেতে যাঁর!
বল বেদমাতা দেবি সরস্বতি!
কে আর তেমন গভীর স্বরে
গাবে সামগীতি!—তুষিবারে সতি
তোমার শ্রবণ তেমন ক'রে!

(১১)

নাহি কল-কণ্ঠ কবি কালিদাস,
মধুর মধুর কবিতামালা
নিয়ত যে জন করিয়া বিকাশ,
ভেটিত তোমায় সাজায়ে ডালা!

নাহি ভবভূতি বিদিত ভুবন,
নাহিক নৈষধরচক আর!
কে আর তেমন জুড়াবে শ্রবণ
ছড়ায়ে সুধার সুতার তার!

(১২)

ভারতের বীণা নীরব ভারতে!—
গোবিন্দ, মুকুন্দ, প্রসাদ আদি!
মধুকণ্ঠ মধু বিখ্যাত জগতে,
হরেছে শমন হইয়ে বাদী!
ছিল মা তোমার সাধক য'জন
বাণীপুত্র বলি ভারত-মাঝে,
অমিয়া বরষি জুড়া'ত শ্রবণ
তাদের বাঁশরী আরনা বাজে!

(১৩)

দুখিনী-ভারত-কুমার-নিচয়,
(পরের কৃপায় জীবিত যারা)
কি দিয়ে মা তব তুষিবে হৃদয়
হয়েছে সকল সম্পদ-হারা!
ভেসেছে ভারত যেই অশ্রুজলে
বর্ষ দিন,—তাহে কুসুম-মালা
ভিজায়ে তোমার চরণকমলে
দিতেছে ধরগো ত্রিদিব বালা!

১৪

নয়নের জল ভারত-সম্বল
　এখন জননি! কেবল আছে;
ধোয়া'ক সে জলে ও পদযুগল
　ব'সো মা অভাগী ভারতকাছে!
দুখিনী ভারত মরম-যাতনা
　ভুলেছে আজিকে তোমারে পেয়ে,
ভুলনা তাহারে অমর-বাসনা।
　এস মা আবার বছর চেয়ে!

জীবন-প্রবাহ।

১

হাসিয়ে খেলিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে
জীবনের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে
চলেছে কালের সমীরে মাতিয়ে,
　　　মিশিতে অনন্ত সাগর-পথে!
ভানুর কিরণে, শশাঙ্ক-মিলনে,
জোয়ারে, ভাটায়, জলধি-চুম্বনে,
হাসি মিটি মিটি! সলিল-কম্পনে
　　　ছুটিছে প্রবাহ, প্রবাহ হ'তে!

২

উষার শিরসে নবীন তপন
হাসায়ে জগত, ছিটায়ে কিরণ,

ফুটায়ে নলিনী,—হসিত আনন!—
দেখিতে দেখিতে সে শোভা গত।
মধ্য নভস্তলে খর বিভাকর
পোড়ায়ে ব্রহ্মাণ্ড,—বিশ্বদগ্ধকর—
ছড়ায়ে,—হাসায়ে মরুভূ-প্রান্তর
উদিত!—দ্বিরেফ নলিনীগত!

(৩)

সুনীল অম্বরে কনক লহর
ছিটায়ে আবার লোহিত ভাস্কর
লুটায়ে পড়িল!—পশ্চিম-সাগর
হাসি ঝিকি মিকি গ্রাসিলা তায়!
তারাদলসহ রজনী-রঞ্জন
গোধূলির শিরে দিলা দরশন,
দেখিতে দেখিতে নিশা-আগমন!—
আবার সে নিশা পোহায়ে যায়!

(৪)

দিন, পক্ষ, মাস, যুগ, যুগান্তর,
একে একে ক্রমে হতেছে অন্তর;
জীবলীলাময়ী পৃথ্বী চরাচর
কাল-চক্র-পথে ঘুরিছে সদা!
জীবের জীবন-প্রবাহ-লহরী,
ছুটিছে সবেগে তর তর করি;

পশ্চাতে অতীত অঙ্ক পাত করি
চলেছে ;—জীবেরা ভাসিছে সদা !

৫

সুখে দুখে ক্রমে কাল আবর্ত্তন
কাটিয়ে চলেছে যত জীবগণ,
অনন্ত সাগরে করিতে শয়ন,
চির-সুপ্তি-সুখ লাভের তরে !
মকর, হাঙ্গর আদি রিপু যত,
পদে পদে পদ করিছে বিক্ষত !
ভাগ্য-চক্র-পথে ঘুরিছে নিয়ত
জীবগণ,—দেহ-তরণী-ভরে !

৬

"আমার সংসার,—মম পরিজন,"
বলিয়ে মানব ব্যস্ত অনুক্ষণ ;
কিন্তু যেই দিন মুদিবে নয়ন,
জানেনা এ সব কোথায় রবে ?
'আমার, আমার' সুচির ভাবনা,
(আত্ম-তত্ত্বময়ী আত্মার যাতনা,)
বুঝিবে সে দিন অসার কল্পনা,
অসার লাঞ্ছনা ভোগিনু ভবে !

৭

জীবনের ঢেউ—ঝটিকা-কম্পনে,
কবে মিশে গিয়ে কোন আবর্ত্তনে,

জানে না কল্পনা,—দেখেনা নয়নে
সে ভবিষ্য-পট—মানবে কভু !
কোটী কোহিনুর মণি বিজড়িত
স্বর্ণ সিংহাসনে আজি বিরাজিত
যেই নরবর—কালি নিপতিত
অরাতিকুঠারে সে বরবপু !

৮

ভারত-অদৃষ্ট করি বিলোকন,
ভারত-সন্ততি আজি ক্ষুন্নমন,
ঝর ঝর করি ঝরিছে নয়ন,
মাথা তুলি তবে চায়না আর !
বীরদাপে যার কাঁপিত জগত,
বীর-বিরহিত আজি সে ভারত !
হংসপুচ্ছ—পর পাদুকা নিয়ত
ভারত বাসীরা মেনেছে সার !

৯

কি কায কল্পনে ! ঢালি সে গরল ?
মাতায়ে মানস, করিয়ে বিকল ?
শিরায় শিরায় ছুটায়ে অনল ?
বিফল সে কথা তুলিয়ে আর !
আমাদের এই জীবনের ঢেউ
উঠিবে মিশিবে দেখিবে না কেউ,

এই ভাবে যাবে ; মিলিবে এ ঢেউ
অনন্ত সাগরে, জেনেছি সার !

হিমাদ্রি-শেখরে।

শ্যাম মরকতমঞ্চে হীরক-মন্দির
শত-রশ্মি-বিভাসিত ;—কৌমুদী প্রাচীর
নন্দন-অলিন্দে যথা নয়ন-রঞ্জন !
প্রকৃতি-হৃদয়-কক্ষ মনোজ্ঞ-ভূষণ !
ভারত-বিক্ষত-শীর্ষে কাঞ্চন-টোপর
মুকুতামণ্ডিত !—স্ফুট নবেন্দু সুন্দর !
বিদারি রজত-উৎস শ্বেতাম্বু-লহরী
ঢালিয়াছে ব্রহ্মপুত্র,—সিতাংশু-শেখরী
পতিতপাবনী গঙ্গা !—সান্ধ্য সৌর কর
ফুটায়েছে প্রতি বর্ণে বর্ণ মনোহর !
ফুটিয়াছে অমরার কুসুম ভাণ্ডার
মর মরতের তলে—বিনোদ-বাহার !
ছড়ায়ে নিসর্গ-কক্ষে সুধার লহর
উঠিয়াছে দ্বিজ-কুল-কাকলীর স্বর !
ভাসিতেছে স্তরে স্তরে কাদম্বের রেখা,
নীলিম ফলকে যথা চারু-চিত্র-লেখা !
কোথা ঘন ঘনবিভা করি দরশন,

প্রমত্ত শিখণ্ডীকুল পুচ্ছ প্রকটন
করি দেখাইছে নব নক্ষত্রমণ্ডল!
ত্রিদিব-কনক-পুষ্প স্বভাব-উজ্বল!
চকিত কেশরীকুল কন্দর-নিলয়ে,
লেলিহান রক্ত জিহ্বা!—ভীম অক্ষিদ্বয়ে
ছুটিছে বিদ্যুৎ-অগ্নি—বিস্ফুলিঙ্গ সম!
কুঞ্চিত কপিল শটা,—ভীষণবিক্রম!
মদলসকরী কোথা করেণু সহিত
ঢালি মদ-ধারা, চক্ষু করি নিমীলিত
রয়েছে দাঁড়ায়ে, যথা দ্বিতীয় অচল!
কোথা করীক্ষিপ্ত রজে স্তব্ধ নভস্তল!
অনন্ত শার্দ্দূল, মৃগ, বরাহ, গণ্ডার
ভ্রমিছে অনন্ত-পথে,—দৃশ্য চমৎকার!
ছুটিছে নির্ঝরকুল ‘কুল কুল’ স্বরে,
ছড়ায়ে মুকুতাহার দূর-দিগন্তরে!
প্রকৃতির সেই রম্য বিলাস-ভবন—
ধবল হিমাদ্রি-শিরে—(সহস্র কিরণ
সান্ধ্য করে গাঁথি যথা হীরা, পান্না, লাল,
কাঞ্চন, রজত, মণি, মুকুতা, প্রবাল
ছড়ায়েছে স্তরে স্তরে)—বসি পুষ্পাসনে
নবীন যুবক এক যুবতীর সনে
বাজায়ে বিনোদ বীণা ত্রিভুবন ভাসে!
কিন্নর-মিথুন যথা মন্দর-কৈলাসে!

বীণার সুতন্ত্রী-তানে করিয়ে মিশ্রিত
যুবক যুবতী কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত
উঠিয়াছে, ছুটিয়াছে দিগ দিগন্তরে
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মৃদু অনিলের ভরে!
পাঠক!—মানস তব হয় কি বিকল?
চাওকি শুনিতে সেই সঙ্গীত তরল?
এস তবে স্মৃতি-কক্ষ করি উদ্ঘাটন
শুনাই তোমায় সেই মধুর নিস্বন!

" এই কি ভারত বিরস বদনে,
ঝরিছে নয়নে আসার ধারা!
হায়রে সুখের অমরা-ভবনে
ফুটিয়ে উঠেছে দুখের পারা!
নাহি ভারতের রাজরাণী বেশ,
যেরূপে জগত উঠিত মাতি!
আজি ভিকারিণী এলুলিত কেশ,
পড়িয়ে রয়েছে আঁচল পাতি!
কুবেররক্ষিত অলকা-ভাণ্ডার
দস্যুদল মিলি করেছে চুরি!
কাড়ি হেম-কণ্ঠি ভারত-মাতার
কে যেন গলায় দিয়েছে ছুরী!
অই ভারতের যতেক কুমার
ধূলায় লুটিয়ে কাঁদিছে সবে;

না জানি বিধাতঃ! কত কাল আর
এভাবে উহারা পড়িয়ে রবে?
বাজ বীণা আজি গভীর নিস্বনে,
চেতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!
ছুটুক বিজলী গগনে গগনে
শুনিয়ে তোমার সে ভীম তান!
অনল-স্ফুলিঙ্গ প্রতি তন্ত্রী-ঘাতে
ঝরুক!—কাঁপুক অনন্ত-ধরা!
বাজ বীণা!—তোর আরাব সম্পাতে
চেতুক ভারত জীয়ন্ত-মরা!
'জাগ জাগ জাগ ভারত-সন্ততি
ঘুমঘোরে আর রহিবে কত?'
ধর বীণা এই মঙ্গল আরতি,
জাগুক ভারত-কুমার যত!
হিম, সহ্য অদ্রি হ'ক কম্পমান,
জ্বলুক বড়বা সাগর-জলে!
শত কুটি হ'ক বিন্ধ্যের পাষাণ,
কাঁপুক বাসুকি ধরণীতলে!

সহসা থামিল বীণা (নীরব জগত!)
কাঁপিল হিমাদ্রিকক্ষ,—কাঁপিল ভারত!
ছুটিল উজান ধারে জাহ্নবীর নীর,
মর্ম্মাহত শ্বেতধ্বজ হ'ল শতচির!

উড়িল কুসুম-শয্যা আচ্ছাদি গগন!
ডুবিল সাগরনীরে আরক্ত তপন!
প্রকৃতির রঙ্গাগারে পড়িল খসিয়ে
ধূম্রময়ী যবনিকা, বিশ্ব আবরিয়ে!
খুলিল অমরা দ্বার, বাজিল আরতি,
চলিল সে পথে সেই পুরুষপ্রকৃতি!
গিরিবর্ত্মে শ্রমক্লান্ত যুবা এক জন
হেরিলা জাগ্রতে এই উৎকট স্বপন!

সুখ-স্বপ্ন।

(১)

ভাঙ্গিয়াছে অভাগার সুখদ স্বপন,—
সুচির সঞ্জাত আশা!—মানস-সীমায়
উঠিয়াছে নিরাশার তরঙ্গ ভীষণ!
বায়ুক্ষিপ্ত বারি যথা বারিধি-বেলায়!

(২)

চলিয়াছ দিনমণি! সাগর-শয়নে;
যাও দেব! এ জীবনে অন্তিম সাক্ষাৎ
এই পূর্ণ তব সনে;—ওদেবচরণে
করিল অভাগা এই শেষ প্রণিপাত!

(৩)

কালি যবে পূর্ব্বাসার গগন-তোরণে
উদিবে নলিনীনাথ! দেখিবে তখন

এ পাপ জীবন-স্রোত অনন্ত-জীবনে
হয়েছে বিলয়,—ত্যজি সংসার-বন্ধন!

(৪)

সংসার!—জ্বলন্ত চিন্তা!—অনল-প্রবাহ,
স্তরে স্তরে ভাসমান!—মায়ার মন্দির!
—প্রতপ্ত-গরল-পূর্ণ যাতনা-কটাহ!
কে চায়?—ত্যজিব ইহা করিয়াছি স্থির!

(৫)

শশিমুখি!—কেন আর ভাসাও বসন
অবিরল নেত্রনীরে?—মুছ এক বার।
দেখে যাই পুনঃ ফুল্ল-সারোজ-আনন,
বিলোল লোচনে সেই বিদ্যুৎ-সঞ্চার!

(৬)

প্রাণাধিকে! প্রেয়সিরে!—জীবন-বন্ধন
ছিন্নপ্রায় অভাগার!—অন্তিম শয়নে
চলেছি ঢালিতে দেহ—ভেঙ্গেছে স্বপন।
জন্মশোধ এই দেখা আজি তব সনে!

(৭)

প্রণয়ের পূর্ণ শশি!—প্রেয়সি আমার!
উঠ একবার!—চাই বিদায় এখন!
আ্গার সলিল-পূর্ণ আনন তোমার
হেরিয়ে কাঁদিছে হৃদি, দহিছে জীবন!

(৮)

দেশাচার-গরলের ভীষণ প্লাবনে
ভাঙ্গিয়াছে অভাগার আশার বন্ধন ;
জেনেছি এ পাপ রাজ্যে কভু তব সনে
হবে না মিলন !—তাই খুলেছে নয়ন !

(৯)

যাওলো প্রেয়সি ঘরে !—চলেছে যুবক
ত্যজিতে জীবন-ভার জাহ্নবীর নীরে !
ভাঙ্গিয়াছে সুখ স্বপ্ন—মোহের চমক ;
মানস-বন্ধন-তন্ত্রী গেছে সব ছিঁড়ে।

(১০)

সাধের প্রতিমা যেই হৃদি স্তরে স্তরে
করেছি স্থাপিত, তাহা বিস্মৃতির জলে
দিতে বিসর্জ্জন চির জীবনের তরে
উঠিছে তুফান।—পাপ অদৃষ্টের ফলে।

(১১)

মূঢ় লোকে জানিবে কি যে দৃঢ় বন্ধনে
চিরবদ্ধ এ হৃদয় !—স্বপ্নাতীত আশা,—
তোমার মোহিনী মূর্ত্তি এ হৃদি-দর্পণে
হবে লয় ;—ঘুচে যাবে চির ভালবাসা।

(১২)

চাইনা সংসার।—যথা পাপ দেশাচার
তুলিছে গরল-মুখে ভীষণ অনল!

বিদায় দাওলো প্রিয়ে।—বিদায় আমার !—
সম্বর নয়ন-পথে নয়নের জল !

(১৩)

জগদীশ সুখে রেখ সুশীলা বালায় ;—
অভাগা চলিল চির জীবনের তরে !
উঠ প্রিয়ে !—হাসিমুখে দাওলো বিদায় !
জন্মশোধ দেখে যাই মন প্রাণ ভরে।

(১৪)

আরনা !—দুর্ব্বল মন ভীম ঝঞ্ঝাবলে
হ'তেছে চঞ্চল ক্রমে !—বিদায় এখন !—
ছুটিল উন্মত্ত যুবা ;—জাহ্নবীর জলে
পড়িল ঝাঁপিয়ে,—ভঙ্গ সুখের স্বপন !

আর্য্য-প্রদীপ * ।

(১)

কোথা আর্য্য ?—আর্য্যনাম-গৌরব-প্রদীপ ?
তবে কেন আর্য্যাবর্ত্তে জ্বলে আর্য্য-দীপ ?
উন্মত্ত যুবক !—কিবা করিছ দর্শন
কল্পনার বিভীষিকা !—জাগ্রত স্বপন ?

---

* "আর্য্যপ্রদীপ" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ কালীন সেই উপলক্ষে এই কবিতাটী লিখিত হয়।

ক্ষান্ত হও ভ্রাতৃবর! মিছে কেন আর
ভস্মস্তূপ ধারে বসি করিবে ফুৎকার?
যে দিন কাগার-ক্ষেত্রে যবন তুফান
করেছে স্ববলে আর্য্য-প্রদীপ নির্ব্বাণ;
সেই হ'তে আর্য্যভূমি চির অন্ধকার।
বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার?

(২)

শুনিয়ে ওকথা তব কাঁদিছে হৃদয়।
জাগিছে স্মরণ-ক্ষেত্রে গত অভিনয়।
আর্য্য-বীর্য্য-গৌরবের প্রোজ্জ্বল প্রদীপ,
উজলিছে কালে কত দ্বীপ উপদ্বীপ;—
সাগর-তরঙ্গে রঙ্গে—শৈলেন্দ্র-শিখায়,
লোলাইয়ে দীর্ঘ-জিহ্বা প্রদীপ্ত প্রভায়।
সে সুখ সুদিন সখে নাই হে এখন!
(ভারতের ভাগ্যপটে বিধি বিড়ম্বন!)
ঘোর তমাচ্ছন্ন এবে ভারত-আগার;
বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার?

(৩)

পরশিত যার তেজ ত্রিদিব-তোরণ,
সে আর্য্য-প্রদীপ-প্রভা বিলুপ্ত এখন!
মলিন ভারত-মুখ!—দুখনিশীথিনী
হইয়াছে ভারতের গৌরব-গ্রাসিনী!

হীনবীর্য্য আর্য্যকুল ঘৃণিত জীবন,
দাসত্ব-কলঙ্ক-কুণ্ডে করেছে ক্ষেপণ !
বিষাদ-কালিমা আসি করিয়াছে গ্রাস,
ভারতের সুখ-তারা—(সৌভাগ্য-বিভাস!)
বিধির বিধানে আর্য্য-ভূমি অন্ধকার।
বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার ?

(৪)

কালের-কলঙ্ক-রেখা-অঙ্কিত বদন,
দীপালোক প্রকাশিতে কে করে মনন ?
প্রেমের পিপাসা যথা—মদিরা, বিলাস!
কি কায তথায় আর্য্য-প্রদীপ-প্রকাশ ?
কিম্বা যথা অন্নাভাবে কণ্ঠাগত প্রাণ,
জীবন-প্রদীপ অই হ'তেছে নির্ব্বাণ !
তথায় জ্বালিয়ে দীপ কি ফল এখন ?
কি ফল প্রদীপে যার শৃঙ্খল ভূষণ ?
ভারতের ভাগ্যে এবে দীর্ঘ কারাবাস।
কি হেতু তোমার তবে বিফল প্রয়াস ?

(৫)

ছিন্ন পশু-মুণ্ড যথা চণ্ডীর সদন,
দীপযুক্ত করি সবে করে সমর্পণ ;
তেমতি কি সপ্রদীপ আর্য্যমুণ্ডবলি,
করিতে অর্পণ এত হ'লে কুতূহলী ?

সাধের প্রদীপ তবে জ্বলুক তোমার ;
ধর দেবি অগ্রে তব নব উপহার !
আর্য্যকুল-হৃৎপিণ্ড করিয়ে কর্ত্তন,
দেবীর চরণ তলে কর সমর্পণ।
এ কাজ যদ্যপি নার করিতে উদ্ধার,
বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার ?

(৬)

চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে চন্দ্র-ভাস্কর-সঙ্কাশ-
বীর্য্য-বর্ত্তিকায় আর্য্য-প্রদীপ-প্রকাশ
হইত যে দিন ;—মেলি অনন্ত নয়ন
হাসিত অনন্ত নভঃ।—দিগঙ্গনাগণ
করিত কুসুম-বৃষ্টি ভারতের শিরে !
এখন দুখিনী ভাসে নয়নের নীরে !
সেই চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে হায় রে এখন
জন্মিয়াছে হীনবীর্য্য ঘৃণিত নন্দন !
ব্যাপিয়াছে আর্য্যভূমি যত কুলাঙ্গার
বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার ?

(৭)

অই দেখ !—চক্ষু মুদি আর্য্য-সুতগণ
তিমির-প্রবাহ-পথে ঢেলেছে জীবন !
আলোকে তিলেকমাত্র পুলক না হয়,
জ্বালি' তবে আর্য্যদীপ কিবা ফলোদয় ?

হয়েছে নূতন কাল !—নূতন ধরণ !
দাসত্বের প্রিয় শিষ্য আর্য্যের নন্দন !
—নাহি লজ্জা, নাহি জ্ঞান, নাহি মানভয়,
তিরস্কারে পুরস্কার !—ঘৃণিত-আশয় !
শির পাতি সহে শত পাদুকা প্রহার,
বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার ?

(৮)

তাই বলি ভ্রাতৃবর ! কায নাই আর,
আর্য্য-কারাগারে আর্য্য-প্রদীপ প্রচার।
অনন্ত কালের অঙ্কে হইয়াছে লয়
ভারতের সে সম্পদ—গর্ব্ব সমুদয় !
ভারত রতন-প্রসূ—ভূলোক-নন্দন।
অতীতের বিভীষিকা।—অলীক স্বপন!
পাই যদি সেই দিন,—জীবন-বিলাস !
আনন্দে করিব আর্য্য-প্রদীপ প্রকাশ !
হাসিবে ত্রিদশবৃন্দ।—দেখিবে জগত,
আর্য্য-দীপালোকে পুনঃ হাসিছে ভারত।

সেই কথা।

(১)

প্রেয়সিরে!

"সেই কথা"—মরমের প্রতি স্তরে স্তরে,
—স্মৃতির বিশদ রেখা,— কালের কলঙ্ক-লেখা,—
আজিও দিতেছে দেখা ঝক্ ঝক্ ক'রে।
আজিও কাঁদিছে প্রাণ, "সেই কথা" স্মরে!

(২)

প্রেয়সিরে!

ছাড়িয়ে এসেছি তোমা দূর দেশান্তরে;
প্রেমের অমিয়া-মাখা,— শারদের পূর্ণ রাকা—
সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি!—মানস-অম্বরে,
আজিও ভাসিছে প্রিয়ে পূর্ণ কলেবরে।

(৩)

প্রেয়সিরে!

বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-কান্তি অনল দাহনে—
প্রদীপ্ত প্রতিভা যথা, এ দগ্ধ হৃদয়ে তথা,
স্বর্ণ প্রতিমা মম!—বিচ্ছেদ-জ্বলনে
উজ্বলিত মূর্ত্তি তব—সুধাংশু-বদনে!

(৪)

প্রেয়সিরে!

সেই বিদায়ের—সেই সজল লোচন—
উচ্ছ্বসিত হৃদি সিন্ধু— অনন্ত মুকুতাবিন্দু,

প্রতি হৃদি-গ্রন্থি-সূত্রে করেছি গ্রন্থন।

—"সেই কথা"—

আজিও করিছে প্রিয়ে স্মৃতি উদ্দীপন।

(৫)

প্রেয়সিরে!

"সেই কথা"—বিদায়ের শেষ বিজ্ঞাপন,—

হৃদয়ের তারে তারে, ঝঙ্কারিছে বারে বারে,

নন্দন-নিসৃত-সুর-কিন্নরী-নিস্বন,

আজিও মোহিছে হৃদি!—বিমুগ্ধ শ্রবণ!

(৬)

প্রেয়সিরে!

বাঙ্গালি-জীবন—পাপ—চির পরাধীন!

দুকড়ার আশা ক'রে, চির জীবনের তরে

দাসত্ব সমুদ্র-গর্ব্ভে হয় রে বিলীন!

বিদেশে বিদেশে ভ্রমি তনু করে ক্ষীণ!

(৭)

প্রেয়সিরে!

এই—দূর দেশান্তরে অভাগা সম্বল,—

ক্লেশিত হৃদয়-স্ফূর্ত্তি, তোমার বিশদ মূর্ত্তি!

বিদায়ের সেই কথা—অমিয় তরল

—প্রান্তরের পান্থ-পাশে পানীয় শীতল!

(৮)

প্রেয়সিরে!

প্রীতির পরাগ-পূর্ণ প্রস্ফুট অধরে,

(সুধা সুরক্ষিত যথা)—স্ফুট প্রণয়ের কথা,
নবীন যৌবন-মুখে—এশ্রুতি বিবরে
পশিল যে দিন!—আজো জাগিছে অন্তরে!

(৯)

সেইদিন,—প্রেয়সিরে!
অভাগা জীবনে মাত্র নন্দন-বিলাস!—
ত্রিদিব মদিরা স্রোত, হৃদি করি ওতপ্রোত,
শিরায় শিরায় বেগে পাইল প্রকাশ!
(নবীন-যৌবনে নব প্রণয়-উচ্ছ্বাস!)

(১০)

প্রেয়সিরে!
অন্তরে অন্তরে জাগে সেই কথা তব;—
"—আমার জীবন-আশা, জীবনের ভালবাসা,
প্রাণনাথ! তব পদে সঁপিয়াছি সব!—"
পাইল দরিদ্র যেন ত্রিদিব-বৈভব!

(১১)

প্রেয়সিরে!
সুদূর প্রবাস বাসে যেই দিন আর,—
স্মরিতে বিদরে হিয়া,—হৃদি বলিদান দিয়া
লভিনু বিদায়!—সেই প্রেয়সি তোমার
বিদায়ের—'সেই কথা'—
আজিও স্মরণ-ক্ষেত্রে জাগে অভাগার!

(১২)

প্রেয়সিরে!—'সেই কথা'—
হৃদয়ের প্রতিকক্ষ করিছে দাহন!
"চলিলে বিদেশে নাথ! অভাগীরে বজ্রাঘাত!
দে'খো নাথ! কভু যেন নাহয় ঘটন,
ধন আকাঙ্ক্ষায় তব—অবলা নিধন!

(১৩)

"জানত প্রাণেশ!—
এ সংসারে অভাগীর নাহি হেন জন,-
বুঝিবে মরম ব্যথা, কবে দু'টো স্নেহ-কথা,
তুমিই দাসীর মাত্র জীবন-জীবন!
বিদেশেও ইহা যেন থাকেহে স্মরণ!"

(১৪)

প্রেয়সিরে!
সেই কথা!—সেই দেখা!—চারি চক্ষু জল!
(প্রণয়ের উপহার!)—স্মৃতি পথে বারম্বার
আজিও উদিছে;—হৃদি করিছে বিকল!
আজিও
বিরলে অভাগানেত্রে বহে সেই জল!

(১৫)

প্রেয়সিরে!
"সেই কথা"—বিদায়ের শেষ সম্ভাষণ—
কি আর বলিব প্রিয়ে! মথিত করিছে হিয়ে!

প্রত্যেক হৃদয় তন্ত্রী করিছে শিঞ্জন।
ভুলিব না ‘ সেই কথা ’ থাকিতে জীবন !

কমলা।

(১)

মানস-সরস জাত কাঞ্চন কমলে
কনক বরণা, লোহিত বসনা,
মাধব বাসনা অই !
স্থবর্ণ মৃণালে হৈমমৃণালিনী—
স্বর্ণ করতল-রুচি বিভাসিনী !
ত্রিদিব সম্ভার, পারিজাত হার
উন্নত-উরস শোভিত বামার !
মন্দারমঞ্জরী শ্রবণ মূলে।

(২)

ভুষিত বরাঙ্গ অমর-ভূষণে—
বিজলীবিভাস রতন কাঞ্চনে !
বারুণী প্রদত্ত মৌক্তিক-মালিকা
কম্বু-কণ্ঠে ধরি বারিধি-বালিকা
হসিত বদন !—কবরী শোভন—
হরি হৃদয়ের কৌস্তুভ রতন।
কাঞ্চন-মঞ্জীর, রতন বলয়,

রাতুল চরণ,—কর উজলয়!
নয়ন ধাঁধিয়ে হীরকের হার
থাকে থাকে থাকে শোভিছে বামার।
সচল চপলা যেন রে অচলা!
বিরাজিতা অই কমলে কমলা!

(৩)

ত্রিদিব-সৌরভ-রাশি মলয় পবনে
ঢলিয়ে ঢলিয়ে পড়িছে উছলি।
পশিছে মরম তলে!
নাচিছে চৌদিকে স্বরগ ষোড়ষী
রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, উর্ব্বশী;—
গাইছে কিন্নর—সুকণ্ঠ গায়ক!
বাজাইছে যন্ত্র ত্রিদিব-বাদক—
গন্ধর্ব্ব নিকর প্রফুল্ল মনে!

(৪)

ধূপ ধূনা ধূমে পূরিত গগন!
অগরু, চন্দন, পুষ্প অগনন—
গন্ধে আমোদিত দিগঙ্গনাগণ!
সুতান পঞ্চমে, ললিত নিক্বণে
পাপিয়া ডাকিছে পাশে;
শত দল-দলে ভ্রমে দলে দলে
মধুপ;—মধুর আশে!

(৫)

দক্ষিণ চরণ চাপি বাম পদে
(স্বর্ণ-সরঃ যথা স্ফুট কোকনদে ;)
কাঞ্চন-কমলে (স্বর্গ-মধুরিমা।)
দাঁড়াইয়ে অই বিদ্যুত প্রতিমা!—
মাধব-মোহিনী—রমা!
বাঁধুলি-বিভাস অধরের তলে
মৃদুহাসি যথা সায়াহ্ন সলিলে
রবির প্রতিভা!—ত্রিলোক-রমা

(৬)

ওপদরাজীবে নমি নারায়ণি!
হেরমা অপাঙ্গে ত্রিলোক-জননি!
গুটিকত কথা শুধা'তে তোমায়
এসেছি জননি! আজিকে এথায়
বল বিশালাক্ষি!—বারিধি-বালিকা!
তুমি নাকি যত জীবের জীবিকা?
বলমা আমায়!—
ত্রিলোকের যত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার
সব নাকি আছে অধীন তোমার?
সত্য যদি, বল তবে, ভারত নিবাসী সবে,
'হা অন্ন!' বলিয়ে কেন করিছে চীৎকার?
কিপাপে সোণার রাজ্য যায় ছারখার?

(৭)

বলমা আমায়!—

অনন্ত রতন-গর্ব্বা ভারত ভবন,

কেন এবে শূন্য-কোষ, সদা দুর্ভিক্ষের রোষ!

অশ্রুর উপরে অশ্রু নহে নিবারণ

ভারতবাসীর চক্ষে!—বল কি কারণ?

(৮)

বলমা আমায়!—

ভারতের যত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার—

কেন লুটে নিলে?—কি দোষ তাহার?—

রাজরাণী যেই ছিল এক কালে,

শত-গ্রন্থি বাস তাহার কপালে!

সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক ছাড়িয়ে ধূলায়

লুটে অভাগিনী!—ছিন্ন কন্থাগায়!

বল দয়াময়ি!—এ কোন্ বিচার?—

ভারতের শিরে—শানিত কুঠার!

(৯)

যারপাশে ধন-গর্ব্বে নতশির ধরা

ছিল এক কালে!

আজিকে তনয় তার, ভূমে পড়ি হাহাকার

করিছে অন্নের দায়, কেহ না জিজ্ঞাসেতায়!

বলমাতঃ! এই শেষে ছিলকি কপালে?

(১০)

আজিও ভারত ষোড়শোপচারে
হৃদি-দান দিয়ে পূজিছে তোমারে!
আজিও ভারত প্রতি অশ্রুজলে
প্রক্ষালিছে তব চরণ কমলে!
আজিও ভারত কুসুম চন্দনে
ভক্তি উপহার দি'ছে ও চরণে!
আজিও ভারত মাতোর মন্দিরে,
জ্বালিছে প্রদীপ হৃদি-গ্রন্থি ছিঁড়ে!
আজিও ভারত সজল-লোচনে,
তোমার করুণা যাচে প্রতিক্ষণে!
তবু কেন সতি!—দয়া বিতরিতে
অভাগী ভারতে—পাইনা দেখিতে?

(১১)

শুনেছি কমলা সতত চঞ্চলা,
নীরদ হৃদয়ে যেমন চপলা!
সত্য কিমা?—
ক্ষণে ক্ষণপ্রভা মুদিত, স্ফুরিত,
তুমি কেন মাতঃ! চির নিমীলিত
ভারত গগনে?—কি পাপ ফলে?
শুন মা বেদন!—কর বিলোকন!—
অই যে অনাথা—
ভারত ভাসিছে নয়ন জলে!

(১২)

আর—বলমা আমায়!—
ভারতীর যত প্রিয় সুতগণে
কেন দহ সদা দীনতা দহনে ?
ভিক্ষুক বাল্মীকি ব্যাস, দাস্য রত কালিদাস,
—ভারত কবিতা কুঞ্জ সুকণ্ঠ গায়ক।
কেন সে কুসুম গেহে দীনতা পাবক ?

(১৩)

গ্রীসের গৌরব রবি সুকবি হোমর
দরিদ্রের এক শেষ!—
বলমা কিহেতু, শুনিতে বাসনা ;
বাণা পুত্র দলে কেন এ লাঞ্ছনা ?
সেক্সপীর কবি কেন জ্বালাতন
সংসার কুচক্রে ?—বল কি কারণ
দীনতা-সেবক সুকবি জন্‌সন্
কি পাপ ফলে ?

(১৪)

গোবিন্দ, প্রসাদ, চণ্ডী, ভারতের দশা
জানি মা সকল।
বঙ্গের কপাল-দোষে, ত্রিলোকে কুযশ ঘোষে
দাতব্য-চিকিৎসা-গৃহে মধুর নিধন।

(নূতন নিসর্গ-তন্ত্রী নবীন বাদক ;—)
ছিল যেই—
আঁধার বঙ্গের এক উজল রতন!

(১৫)

ক্রোধ-ঈর্ষা-বিরহিত ত্রিদিব-নিলয়ে
আছে কিমা সপত্নী-বিদ্বেষ?
জানিতে বাসনা তাই!—বলমা শুনিয়ে যাই
বলিব মায়ের কাছে সপত্নী-স্বভাব!
বুঝিবেন মাতা
অভাগা-অদৃষ্টে নাহি ঘুচিবে অভাব।

উন্মাদিনী।

(১)

চাঁদের কিরণে যমুনা-পুলিনে,
কেরে ওকামিনী ছুটি ছুটি যায়?
কখন হাসিছে, কখন কাঁদিছে,
কখন লুঠিছে ধরার গায়!
চাঁদের চাঁদিমা, সোণার প্রতিমা,
বিদ্যুৎ-বল্লরী!—রমণী-রতন!
আলুথালু কেশ, পাগলিনী-বেশ,
বুঝি উন্মাদিনী?—উদ্ভ্রান্ত-মন!

(২)

চল সৌদামিনী, কুসুম-কামিনী,
যমুনার শ্বেত-সৈকত-চারিণী ;
নাচিছে হাসিছে, করতালি দি'ছে,
কভু দোলাইছে মৃণাল-পাণি !
মূরতি মতন, দাঁড়ায়ে কখন ;—
অপরূপ-রূপ !—নিশ্চল-লোচন !
কভু থাকি থাকি উঠিছে চমকি !
পীন বক্ষঃস্থল কাঁপিছে ঘন !

(৩)

নিসর্গ-গগন ছাড়িয়ে নয়ন
অনন্ত রাজ্যেতে কভু ছুটি যায় ;—
কভু আশে পাশে তরাসে তরাসে
কি যেন তালাসি পায়না হায় !
কি যেন শুনিতে, ক্ষণে সচকিতে
পাতয়ে শ্রবণ !—পুনঃ আরবার
ছুটে ইতি উতি, বিদ্যুতের গতি ;
চায় না পশ্চাতে ফিরিয়ে আর !

(৪)

কভু বা যতনে ফুল অবচয়ি,
সাজি বনদেবী,—হাসে খলখলে !
কভু উন্মোচিয়ে—কান্দিয়ে কান্দিয়ে
ভাসায় সে ফুল যমুনাজলে !

কভু যমুনায় ডাকে "আয়—আয়"—
"সই!—সই!" বলি হাতখানি তুলি!
কভু রোষভরে তরজন ক'রে,
মুঠি মুঠি তায় ক্ষেপয়ে ধূলি!

(৫)

স্থল-কমলিনী যথা দিনমণি
খরতর করে শুকাইয়ে যায়,—
(নিদাঘ-তাপিতা বাসন্তী লতিকা)
অই পাগলিনী—ছুটিছে হায়!
নবীন যৌবনে, নব সম্মিলনে,
নবীন প্রেমের নব সুখ-শিরে,
বুঝি বজ্রাঘাত হয়ে অকস্মাৎ,
হৃদয়ের তার গিয়েছে ছিঁড়ে!

(৬)

আশার শিকল ছেদনে বিকল,
মরমে মরমে জ্বলিছে অনল!
শোকের হুতাশ, ভাবনা বাতাস
বহিছে!—ছুটিছে নয়নে জল!
অনন্ত সংসার, হয়েছে অসার
বালিকা-জীবনে!—ভাগ্য-লিপি-ফলে!
যথা দিশা হারা প্রদোষের তারা,
ছুটিয়ে পড়েছে ধরণী-তলে!

(৭)

আয় পাগলিনি! নবীনা যোগিনি!
অভাগা বঙ্গের বিষাদ-ভূষণ!
আয় কাঙ্গালিনি, বঙ্গ-বিরহিনি।
নিসর্গ-ভাণ্ডার—অমূল ধন।
আয় আয় তোরে দেখি আঁখিভরে
বঙ্গ-পর্ণাগারে—জ্বলন্ত জ্বলন!
পুলিনে পুলিনে, কেন নিশি দিনে
ভ্রম অভাগিনি?—কি প্রয়োজন?

(৮)

পিঞ্জরের পাখি! যাওলো পিঞ্জরে!
দেখি দশা তোর হৃদয় বিদরে!
কোমল-হৃদয়, যাতনা-নিলয়,
হেরি অশ্রুধারা কার না ঝরে।
ছিন্ন-তন্ত্রী-বীণে! আর বাজিবিনে
ভব-রঙ্গালয়ে,—সুমধুর স্বরে!
অস্তগত রবি, নলিনীর ছবি
বিষাদ-মলিন!—সুচির তরে!

শ্মশান-বালা।

(১)

প্রতীচীর প্রান্তশায়ী সহস্র-কিরণ।
উন্মুক্ত অমরা-দ্বার;—রক্ত যবনিকা

করিতেছে প্রকৃতির মানস নোদন !
হ'তেছে কাঞ্চন-বৃষ্টি !—ত্রিদশ-বালিকা
জ্বালিছে একটী দীপ গগন-প্রাঙ্গণে !
কনক-কুসুম-হার জাহ্নবীর নীরে
ভাসিছে ;—হাসিছে বিশ্ব !—দিগন্ত-কাননে
নীরব নিসর্গ-যন্ত্র ক্রমে ধীরে ধীরে !
ফুরাইছে দিনেশের দিবা আবর্ত্তন !
সরঃ-হ্রদে শতপত্র মুদিত আনন।

(২)

অদূর জাহ্নবী-তীরে এমন সময়,
জ্বলিছে শ্মশান এক ধক্ ধক্ করি !
(আর্য্য-কুল-শেষ-শয্যা—পবিত্র-নিলয়।)
কাঁদিছে বসিয়ে পাশে একটী সুন্দরী !
শরতের পূর্ণশশী হায়রে যেমন
বিধূত-রজত-কান্তি,—পবিত্র-বিভাস—
কাল নীরদের কোলে হয়েছে মগন !—
তেমতি বামার মূর্ত্তি পাইছে প্রকাশ !
বিষাদ-কালিমা-মাখা ফুল্ল কুমুদিনী !
নীরবে নয়ন-কোণে বহে নির্ঝরিণী !

(৩)

যেন কোন কারুকর চারু পুত্তলিকা
নির্ম্মা'য়ে রেখেছে অই মন্দাকিনী-তীরে।
শারদ উৎসব শেষে নগেন্দ্র-বালিকা

কিম্বা উপনীতা আজি ভাসি অশ্রুনীরে !
সেই সকরুণ-দৃষ্টি,—সজল-লোচন—
নিরাশ-বদন-প্রভা,—কালিমা-জড়িত,
হেরি বিগলিত নাহি হয় কার মন ?—
প্রত্যেক হৃদয়-তন্ত্রী না হয় স্পন্দিত ?
"কোথা যাও দিনমণি !—চাও একবার !"
সহসা করুণকণ্ঠ ধ্বনিল বামার।

(৪)

আবার আয়ত আঁখি হইল সজল,
ঝরিল আবার অশ্রু ঝর ঝর করি !
সান্ধ্য-সৌরকর-রাশি প্রতি অশ্রুজল
রঞ্জিল বিবিধ বর্ণে !—নিসর্গ সুন্দরী
গাঁথিল রতন হার জাহ্নবীর নীরে !
কাঁপিল ক্ষীণাঙ্গী বালা ঘুরিল নয়ন ;
পড়িল মূর্চ্ছিত হ'য়ে সে বিজন তীরে—
বায়ু বিদলিত স্বর্ণব্রততী মতন !
বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গদন্তে ক্ষত বক্ষঃস্থল !
ধূলায় লুটায় হায় সুবর্ণ কমল !

(৫)

কতক্ষণ পরে বালা পাইয়ে চেতন
দেখিলা নয়ন মেলি,—দেব দিবাকর
হয়েছেন অস্তমিত !—মরম-বেদন,
করুণবচনে তার করি হতাদর।

প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে ছড়াইয়ে মসী
হইয়াছে উপনীত তমসা রজনী।
জ্বলিছে নক্ষত্রপুঞ্জ নভোরাজ্যে বসি,
বহিছে নিকটে ধীরে কল কল্লোলিনী।
নৈশ অন্ধকার কক্ষ করিয়ে বিদার
জ্বলিছে জ্বলন্তচিতা আলেয়া আকার।

(৬)

আবার সে কলকণ্ঠ হইল ধ্বনিত।
কহিলা—'হেরমা গঙ্গে ত্রিলোক-তারিণি!—
অভাগী বালায়!—হও ক্ষণেক স্থগিত।
কহিব তোমার কাছে দুঃখের কাহিনী!
শুন মাতঃ মন দিয়ে। নাহি কিছু আর
অভাগীর অভিলাষ!—অভিলাষ যত
কালের কবল গত!—সুধু দেহভার
বহিছে দুখিনী আজি হ'য়ে মর্ম্মাহত!
দেখিছ সম্মুখে চিতা জ্বলিতেছে এক,
হৃদি-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে হেন জ্বলিছে শতেক!

(৭)

"ছিলাম বালিকা যবে, আত্ম-পর-জ্ঞান
ছিল না কিছুই হায়!—এমন সময়
স্নেহময়ী মাতা মম হ'ল অন্তর্দ্ধান;
হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল নিলয়!
পিতার সজল আঁখি—আরক্ত উরস

দেখিনু স্বচক্ষে—আজো জাগিছে অন্তরে!
সংসারের বিষ-বহ্নি এ হৃদি পরশ
করেনি তখনো হায়!—হৃদি স্তরে স্তরে
দংশিল যে কাল কীট নারিনু বুঝিতে!
জাগিছে আজিকে তাহা গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে!

(৮)

"তারপর জনকের আদরের ধন,
একমাত্র কন্যা তাঁর আমি অভাগিনী।
দরিদ্র কুটীরে যথা দুর্লভ রতন!—
ছিলাম তাঁহার সদা আনন্দ-দায়িনী!
জানিনা কি কর্ম্ম-সূত্র,—বিধাতা-ঘটন;—
রহিয়াছি এক দিন দাঁড়ায়ে দুয়ারে;
(ত্রয়োদশ উপনীত—উন্মুখ-যৌবন।)
দেখিনু সম্মুখে এক নবীন যুবারে!
কাঁপিল হৃদয়-তন্ত্রী!—ভুলিনু আপনা!
পশিল মরমতলে সংসার-লাঞ্ছনা!"

(৯)

বলিতে বলিতে পুনঃ ভিজিল নয়ন!
উন্নত উরজকলি কাঁপিল আবার!
আবার হইল নেত্রে ধারা নিস্রবণ!
অবরুদ্ধ বাক্-যন্ত্র শ্মশান-বালার!
কাঁপিল অবশ দেহ! বেতস-লতিকা
কাঁপে যথা নৈশ বাতে থর থর করি!—

তেমতি জাহ্নবী-তীরে অনাথা বালিকা,
অতীতের সুখ-স্বপ্ন—সুখ-চিত্র স্মরি !
উচ্ছ্বসিত হৃদিবেগ দমি কতক্ষণে
নিবিষ্ট হইলা পুনঃ করুণ কথনে।

(১০)

"পতিত-পাবনি গঙ্গে কর অবধান।
অধিক বিস্তারে আর নাই প্রয়োজন !
অভাগীর দুঃখ-কথা সমুদ্র সমান,
বলিলে সহস্র যুগ হবে না পূরণ !
সেই প্রাণাধিক জনে কিছুদিন পরে
করেছিল অভাগিনী আত্ম-সমর্পণ।
তুষেছিলা হৃদয়েশ অতি সমাদরে,
দুখিনী বালায় হৃদে করিয়ে ধারণ !
যৌবনের নবোচ্ছ্বাস !—প্রণয়ের বেগ !—
—ধরিত না ধরা সেই প্রবল আবেগ !

(১১)

"প্রাণেশের কণ্ঠে সদা কণ্ঠহার প্রায়
ছিলাম দুলিয়ে !—যথা মাধবী-লতিকা
থাকে দুলি সহকার তরুর গলায় !—
না ভাবি সম্মুখ ঝঞ্ঝা !—ভীম বিভীষিকা।
কে জানে সমুদ্র-গর্ব্বে অমিয়ের পর
উঠিবেক হলাহল ?—জ্বলন্ত অনল ?
কে জানে সহসা বুকে পড়িবে বজর ?

ছিঁড়িবেক মরমের স্বুবর্ণ শৃঙ্খল ?
ভাঙ্গিয়াছে আজি মোর সুখের স্বপন !
করিয়াছে হৃদে কাল-ভুজঙ্গ দংশন !

(১২)

"হৃদয়েশ-দেহ বক্ষে করিয়ে ধারণ
জ্বলিছে শ্মশান অই—দেখ সুবদনে।
মুমূর্ষু-শয্যায় নাথ করিয়ে শয়ন
অভাগীর করে ধরি সজল লোচনে
ব'লে ছিলা সকরুণে—'এ জনম তরে
যাই তবে প্রিয়তমে !—দাওলো বিদায় !
কেন ও নয়নে আর অশ্রুধারা ঝরে ?—
জগদীশ ! রক্ষা ক'র অনাথা বালায় !'
বলিতে বলিতে আঁখি হ'ল নিমীলিত।
হারা'লা জীবিতনাথ জীবন সম্বিত !

(১৩)

"সাক্ষী থেক ভাগিরথি !—অগতি-শরণা !
স্বামীর জ্বলন্ত-চিতা-অনলে এখন
পশিবে বিধবা বালা !—অনন্ত যাতনা
কালের করাল অঙ্কে দিয়ে বিসর্জ্জন।
ত্রিসংসারে অভাগীর নাই স্থান আর
অই চিতানল বিনা !—যাইমা এখন !
শেষ ভিক্ষা রাখিও মা অভাগী বালার ;—
পূত নীরে চিতা-ভস্ম কর প্রক্ষালন !"

বলিয়ে উদ্দেশে বন্দি স্বামীর চরণ,
জ্বলন্ত অনলে সতী হইলা পতন!

যমুনা তটে।

প্রদোষ বিচিত্র চিত্র নভঃচিত্র পটে
হেরিতে একান্তে বসি যমুনার তটে,
ভারতের ভাগ্য-পট হইল স্মরণ।
ঝলসিল যমুনার জীবন-দর্পণ!
জল-কণা-বাহী শীত সান্ধ্য-সমীরণ
করিল সর্ব্বাঙ্গে যেন স্ফুলিঙ্গ সিঞ্চন।
উদিল ললাট প্রান্তে ঘর্ম্মবিন্দুমালা,
শুধাইনু যমুনায় —“ বল গিরিবালা!
কেন হেন বেশ?—বল যমুনা সুন্দরি;
কিহেতু তুলিছ অই মৃদুল লহরী?
ব্রজের বিপিনে—তব সাধের পুলিনে,
বাজেকি শ্যামের বাঁশী এবে নিশিদিনে,
‘ব্রজবিলাসিনী রাধা’ বলি উচ্চৈঃশ্বাসে?
আসে কি গোপিনী তথা নটবর পাশে?—
সুখের সে বৃন্দাবন অরণ্য এখন!
তবে কেন অনর্থক করিছ নর্ত্তন?
গাণ্ডীব কোদণ্ড ধ্বনি,—দেবদত্তরব,—

পাঞ্চজন্য মহামন্দ্র,—শুন কি সে সব ?
শুন কি ভীমের সেই মুদ্গর-নিস্বন ?
হের কি সে ভীমমূর্ত্তি জ্বলন্ত জ্বলন ?
কিছুই না !—সব এবে কাল-কুক্ষিগত।
সুখমত্তা তবে তুমি কেন অবিরত ?
ভারতের শেষ সূর্য্য,—বীরেন্দ্র-শেখর,—
আর্য্যকুল-ধুরন্ধর—পৃথী নরবর !—
দেখিতে কি পাও তাঁরে ?—করকি দর্শন
বীরেন্দ্র সমরসিংহ মূরতি-ভীষণ ?
ভারত-কবিতা-কুঞ্জে সুকণ্ঠ গায়ক,—
ভারতের রচয়িতা,—বেদ বিভাজক—
ধীরবুদ্ধি দ্বৈপায়নে করকি দর্শন ?
অন্যথা কিহেতু তব বিফল নর্ত্তন ?
কিম্বা কি দেখিছ এবে অন্য অভিনয়
ভারতের রঙ্গাগারে ?—যবন-উদয় ?
শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত শির মুণ্ডিত বদন,
শ্বেত আতপত্র তলে রাজে কি এখন ?
মোগল পাঠান দৃশ্য !—বীভৎস চিৎকার—
এখন' কি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশে তোমার ?
কিছু নয় !—তাহা এবে বাল্যক্রীড়নক !
কিহেতু তোমার তবে এহেন পুলক ?
তাই বলি কায নাই লহরী খেলায় ;
এ সব এখন আর শোভা নাহি পায়।

কালের কলঙ্করেখা করিতে মোচন,
এ মিনতি,—কর দেবি! আত্ম-সংগোপন!

বজ্রাঘাত।

(১)

নীলিম অম্বর তলে,
স্বভাবের স্নিগ্ধ কোলে,
অমল আননে রাজে কুমুদ-রঞ্জন।
প্রকৃতি পরেছে নব কুসুম-ভূষণ।
প্রেমামোদে ঢুলি ঢুলি,
কুসুম-কলিকা গুলি
নাচায়ে নাচায়ে ছুটে নিশীথ পবন,—
নধর অধর করি আদরে চুম্বন।

(২)

ধরণী নিমগ্ন ধ্যানে ;—
পাখীর কাকলী-গানে
নাহি আর শ্রুতিরন্ধ্র করে বিমোহিত।
নিদ্রাগত জীবকুল,—বিহীন সম্বিত!
প্রশান্তা প্রকৃতিবালা,
দৈনিক আতপ জ্বালা
প্রশমিতে নৈশ বাতে ঢালিছে শরীর,
শীতল করিছে অঙ্গ সুশীত সমীর।

(৩)

নিশীথ নিস্তব্ধ ধরা,
জীব কুল শ্রান্তি হরা।
(একটী প্রাসাদে মাত্র জাগিছে এখন,
ভারতের বিধি, বিষ্ণু, বাসব, পবন!
হ'তেছে মন্ত্রণা স্থির,
আজি সেই অভাগীর
অদৃষ্টের চিত্র-পট করিতে কর্ত্তন!
—করিতে অভাগীশিরে বজ্র নিক্ষেপণ!)

(৪)

বিদারিয়ে নৈশ কক্ষ,
ভারতের শির লক্ষ্য
করিয়ে—ধাঁধিয়ে বিশ্ব!—অই অকস্মাৎ
তাড়িত-প্রমুখ বজ্র হইল নিপাত!
আসমুদ্র ধরাধর,
কাঁপিলেক থর থর!
কাঁপিল অনন্ত নভঃ!—কাঁপিল হৃদয়!
অজ্ঞাতে ধরণী-পৃষ্ঠ করিনু আশ্রয়!

(৫)

পশিল ক্ষণেক পরে
গগন বিদীর্ণ ক'রে
করুণ কামিনী-কণ্ঠ-ধ্বনিত চীৎকার—
শ্রবণ-পটহে—হৃদি মথি অভাগার!

বুঝিনু সে কণ্ঠ ঘোষে,
ভারত অদৃষ্ট দোষে,
হইয়াছে বিধাতার কুদৃষ্টি নিপাত !
অভাগীর ভাগ্যে তাই এই বজ্রাঘাত।

(৬)

কল্পনার কুঞ্জবনে,
দেব-তত্ত্ব আলোচনে,
যেখানে ভাবনা-মগ্ন ভারত-কুমার
হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে খুলি প্রতিদ্বার।
মরম যাতনা শ্বাস
ফেলি,—মিটাইছে আশ !—
সহসা পশিল তথা অশনি-নিস্বন !
হেরিল সম্মুখে ভীম অনল ক্রীড়ন।

(৭)

শুনি সেই ভীম মন্দ্র,
শিহরিল শ্রুতিরন্ধ্র !—
ভাঙ্গিল চিন্তার তন্দ্রা—(সুখের স্বপন !)
স্তম্ভিত !—বিশুষ্ক-কণ্ঠ ভারত-নন্দন।
নয়ন পলক-হীন,
নাসায় নিশ্বাস লীন,
শোণিতের গতি রুদ্ধ শিরায় শিরায় ;
অবাক যুবক !—চিত্র পুত্তলিকা প্রায়।

(৮)

মজি ছার মোহ মন্ত্রে,
হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে
অঙ্গুলি ক্ষেপিতেছিল অভাগা যুবক ;—
আশা ছিল গাবে গীত,—পাইবে পুলক !
প্রস্তুত হ'তে না হ'তে,
অকস্মাৎ কর্ণপথে
পশিল অশনি-নাদ !—কাঁপিল হৃদয় !
ছিঁড়িল বীণার তার—মানিল বিস্ময় !

(৯)

হংসপুচ্ছ ধরি করে,
বৈদ্যুতিক বেগ ভরে
মসী-যুদ্ধ-রত যুবা,—নাহিক বিশ্রাম ;
পড়িতেছে পদ-প্রান্তে মস্তকের ঘাম !
ভাবিতেছে মনে মনে,
আজি এ ভীষণ রণে,
ভারত-উদ্ধার-কার্য্য করিবে সাধন !
সহসা পশিল কর্ণে অশনি নিস্বন !

(১০)

স্তম্ভিত হইল কর,
শিহরিল কলেবর,
খরশাণ হংসপুচ্ছ বিমুখ সমরে ;
যুবক-নয়নে অশ্রু ঝর ঝর ঝরে !—

(একটী গবাক্ষ-পথে,
কষ্টে স্বষ্টে কোন মতে
নিশ্বাস ফেলিতে মাত্র ছিল অধিকার ;
বিধির বিধানে আজি রুদ্ধ সেই দ্বার !)

(১১)

ওঠ মাতঃ আর্য্যভূমি !
কেন লোটাইছ তুমি ?—
কি হেতু করিছ মিছে করুণ রোদন ?
কে শুনিবে মা তোমার হৃদয় বেদন ?—
কেন ভাস অশ্রুনীরে ?
শত বজ্রাঘাত শিরে
সহিতেছ দিবা নিশি;—তবে কেন আর
সামান্য বেদনে আজি এ দশা তোমার ?

(১২)

মা তোর বিধাতা যিনি,
তোরে মা বিমুখ তিনি !
দয়ার সাগর নতু' ধীমান লিটন,
কেন করিবেন এই বজ্র নিক্ষেপণ ?
কবির কুসুম হিয়া,
কঠিন পাষাণ দিয়া
কেন আজি দৃঢ়বদ্ধ ?—বল কি কারণ
বঙ্গের কুগ্রহ-ক্ষেত্রে দ্বাদশ তপন ?

(১৩)

এ দুঃখ কারে মা কব !—
কোলের সন্তান তব
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,—গুণের সাগর,—
তিনিও দিলেন যুক্তি—হানিতে বজর !
মা তোর মরণ নাই,—
আমাদের নাই ঠাঁই
ক্ষালিতে কলঙ্ক-রেখা !—করিতে শয়ন
জীবনের শেষ ব্রত করি উদ্যাপন !

(১৪)

অয়ি মা জনমভূমি !
চির অনাথিনী তুমি !
অশক্তির প্রতি শক্তি করিতে নিক্ষেপ
হয়েছে সংসার-রীতি,—বৃথা মা আক্ষেপ !
নতুবা মুমূর্ষু জনে
ভীম বজ্র নিক্ষেপণে—
ভাঙ্গিতে মস্তক,—কেবা হয় অগ্রসর ?
(সভ্যতার উচ্চাদর্শ।—চিত্র ভয়ঙ্কর।)

(১৫)

পাইয়ে মরমব্যথা,
তোমার দুঃখের কথা,
তোমার বিধাতা কাছে করিতে জ্ঞাপন,
কেবল করিতেছিল জিহ্বা কণ্ডূয়ন—

তোমার কুমারগণে!
লেখনীর সঞ্চালনে
ভেবেছিল মাতৃদুঃখ করিবে খণ্ডন;
বিধি বাদী! রুদ্ধ তারা;—অদৃষ্ট-লিখন!

(১৬)

অয়ি আর্য্যা আর্য্যভূমি!
দুঃখের সাগরে তুমি
ঢালিয়াছ জরা জীর্ণ শীর্ণ কলেবর;
বৃটীশ করুণা মাত্রে করিয়ে নির্ভর!
মর্ম্মব্যথা কারে কব?—
যারা আশাস্থল তব;
হা অদৃষ্ট!—তাহারাই আজি অকস্মাত,
করিল তোমার শিরে এই বজ্রাঘাত।

বঙ্গ-বালা।

(১)

এস বঙ্গ-গৃহ-লক্ষ্মি!—ফুল্লেন্দু-বদনা!
নিসর্গ-পুষ্কর-জাত হৈম মৃণালিনি!
কজ্জল-চর্চ্চিত-চারু-বিলোল-লোচনা!
বঙ্গ-হৃদি-পিঞ্জরের স্বর্ণ-বিহঙ্গিনি।

(২)

বাঙ্গালি-মানস-রত্ন!—হৃদয়-সম্বল!
এস এক বার অই—আনন তোমার

মুছাই ;—অনন্ত বিশ্ব,—সুরাসুর দল
হেরুক অনিন্দ্য মুখ বঙ্গ প্রতিমার !

(৩)

মুচকি মুচকি হাসি—,অপাঙ্গ সীমায়
ক্ষেপিছ কটাক্ষ অই ;—ক্ষেপ আর বার !
উঠুক জগত মাতি হাসির ছটায়,—
কাঞ্চন-কুসুমে হ'ক বিদ্যুৎ-সঞ্চার !

(৪)

হেলাও বঙ্কিম বেণী—ভুজগনিন্দিত !—
বাঙ্গালির গল-ফাঁশ !—হেলাও আবার !
হেরুক ত্রিলোকবাসী—হ'ক উন্মাদিত !
লুটুক চরণপ্রান্তে পড়িয়ে তোমার !

(৫)

কেন ভূমি-তলে অই লুটাও অঞ্চল ?
উঠাও উঠাও দেবি ! উঠাও উহায় !
অইমাত্র বাঙ্গালির জীবন সম্বল ;
যাতনা নিঃসৃত অশ্রু মার্জন উপায় !

(৬)

বীণার সুতার তার ললিত ঝঙ্কার
জিনি কম্বুকণ্ঠ ধনি ! কর কণ্ডুয়ন !
ভাসুক অনন্তনভঃ !—ত্রিদিবের দ্বার
অমিয় বচন স্পর্শে হ'ক বিমোচন !

(৭)

অলক্ত রঞ্জিত মল ভূষিত চরণ,
ধীরে ধীরে অইখানে ফেল একবার।
বাঙ্গালির আদরের—যতনের ধন ;—
ত্রিদশ সৌভাগ্য যথা সতত সঞ্চার !

(৮)

দোলাও মৌক্তিকহার,—কর্ণ আভরণ !
তা'সনে অধরপ্রান্তে হাস একবার !
ঝঙ্কারি মৃণাল-বাহু,—করহ শিঞ্জন
সুবর্ণ বলয়, চূড়,—অমিয় আধার !

(৯)

কিম্বা ধনি !—চিতা-শয্যা কর আয়োজন !—
ছেদিয়ে সুদীর্ঘ কেশ জ্বালাও অনল !
করহ ইঙ্গিত তাহে হউক পতন,—
অদৃষ্ট নির্ব্বিত—ক্লিষ্ট বঙ্গবাসীদল !

যোগীবর।

(১)

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,—নীরব জগত !
অমল ধবল চারু চন্দ্রিকার ভাসে
হাসিছে নিসর্গ-বালা।—হেম পুষ্পশত,—
অসংখ্য হীরকচূর্ণ,—কিরীটে বিভাসে—

বেষ্টি চন্দ্র-রাগ-মণি—মাণিক প্রধান!
হাসিছে যামিনী-গন্ধ প্রকৃতির কোলে,
মার্জ্জিত রজত কান্তি,—সুরভি-আধান।
দুলিতেছে কুঞ্জলতা মৃদুল হিল্লোলে!
নীরব স্বভাব রাজ্য;—সুধু ঝিল্লী দল,
ঢালিতেছে প্রাণপণে সঙ্গীত তরল।

(২)

প্রশান্ত সরসী নীরে গগন প্রতিভা
খেলিছে ফুটায়ে শত সুবর্ণ স্তবক!
(মার্জ্জিত মুকুরে ভাসে প্রকৃতির বিভা।)
কৃষ্ণ আস্তরণে যথা গ্রথিত হীরক!
হাসিছে টিপিয়ে মুখ সরো গরবিণী,—
স্বামীর সোহাগে বালা ঢল ঢল ঢলে!
শ্বেত-কোশ বস্ত্র খুলি বিধুবিনোদিনী
বিকাশি বদন স্বচ্ছ স্ফাটিক মহলে!
খেলিছে কৌমুদী রঙ্গে কুমুদিনী সনে,
আনত আননে শশী হাসিছে গগনে।

(৩)

অনন্ত মুকুতাবিন্দু করি উদ্গীরণ
নীরবে নির্ঝরচয় (রজত-সলিলা)
বহিতেছে ঝিরি ঝিরি,—সুরুচি-দর্শন!
মেখলা ভূষিতা যথা স্বভাব-মহিলা!
রজতে মুকুতা শত করিয়ে গ্রন্থন,

কে যেন দিয়েছে সুখে নিসর্গ-বালায়
সাজায়ে যতনে!—করি লোচন-লোভন!
(ফুটিছে অনন্ত জ্যোতিঃ ধবল ধারায়)
গগন-গবাক্ষ শত করি উন্মোচন,
হাসিছে মধুর হাসি দিগঙ্গনাগণ!

(৪)

প্রকৃতির সেই শান্ত ঘুমন্ত মরমে
তরল কৌমুদী ঢালি—সাগর সমান!
কে যেন সুরুচি বীচি তুলিছে যতনে
মৃদুল মৃদুল তালে—হয়ে সাবধান।
সুশ্বেত ওড়না যেন প্রকৃতির গায়
উড়িতেছে নৈশবাতে,—সুষুপ্ত হৃদয়ে;
হেলিয়ে দুলিয়ে ধীরে বিচিত্র লীলায়।
শান্তির কেতন কিম্বা নিসর্গ-নিলয়ে,—
মার্জ্জিত রজত রুচি করিয়ে বিকাশ,
নীরবে খেলিছে ল'য়ে নিশীথ বাতাস।

(৫)

স্বভাবের শান্তিময়ী শীতল শয্যায়
শায়িত অভাগা—স্বীয় পল্লব-কুটীরে;
মায়াময়ী বিভীষিকা ল'য়ে দুরাশায়,
কতই অদ্ভুত কাণ্ড হৃদয়-মন্দিরে
করিছে স্বপনযোগে!—বিচিত্র ঘটন!

কভু রাজ্য লাভ, কভু ভিক্ষায় বঞ্চিত,
কভু সুখ অঙ্কে, কভু সংশয় জীবন ;
উল্লাস, হতাশ হৃদে ক্রমে অভিনীত
হতেছে বিবিধ রূপে দিয়ে দরশন ;
সহসা কে যেন মোরে জাগা'লে তখন।

(৬)

দৈব আকর্ষণে যেন,—জানিনা তখন
কিহেতু কানন-মুখে ছুটিনু ত্বরায়।
চন্দ্রিকা-প্রদীপ্ত পথ,—শ্বাপদ-চারণ !—
অনায়াসে অতিক্রমি বিদ্যুতের প্রায় !
অদূরে অস্ফুট জ্যোতিঃ ভাসিল নয়নে ;
ধায়িনু সে দিকে ত্বরা,—এড়াইয়ে কত
অদ্ভুত মূরতি হেরি হইনু বিস্মিত !
জঞ্জাল জড়িত পথ !—(তৃণ গুল্ম, বনে—
ললিত লতিকা অঙ্গ ছিঁড়ি শত শত !)
ক্রমে সে আলোক স্থলে হ'য়ে উপনীত
অদ্ভুত মূরতি হেরি হইনু বিস্মিত !

(৭)

সুধীর তাপস এক,—মুদ্রিত নয়ন ;
প্রতপ্ত-কাঞ্চন-প্রভ,—শ্মশ্রু বিলম্বিত।
ধটিবদ্ধ-স্থূলকটি ;—বিভূতি ভূষণ ;
নিরেট ললাট ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র ভূষিত !
জটা বিনির্ম্মিতোষ্ণীষ !—আশ্চর্য্য দর্শন।

লম্বিত রুদ্রাক্ষ হারে বক্ষঃ আচ্ছাদিত;
করতলে অক্ষ-মালা—নরাস্থি-রচন।
পবিত্র তাপস-তেজে বন উদ্ভাসিত।
অদূর স্থণ্ডিলে জ্বলে প্রচণ্ড জ্বলন,
দক্ষিণে ত্রিশূল এক ভীম-দরশন।

(৮)

কেন যোগীবর এই বিশাল বিজনে
সুগভীর ধ্যান-মগ্ন ?—কিবা প্রয়োজন
সাধিতে মনন তাঁর—বলিব কেমনে ?—
সহজ বুদ্ধির বোধ্য নহে কদাচন
ধীমানের কার্য্যাবলি।—স্বর্গীয় স্বভাব।
টলিল হৃদয়, মন; গল-লগ্ন বাসে
প্রণমিনু যোগীবরে! হেরি ভক্তিভাব,
করিলা ইঙ্গিত যোগী বসিবারে পাশে—
ঈষৎ মেলিয়ে নেত্র অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে;
আবার মুদিলা অক্ষি সাধ্য সমাধিতে!

(৯)

তাপস-অনুজ্ঞা লভি নিকটে তাঁহার
নির্ব্বাক পুত্তল প্রায় রহিলাম বসি;
অদূর শ্বাপদকণ্ঠ-ভৈরব-চিৎকার
পশিল শ্রবণে;—ঊর্দ্ধে হাসিলেক শশী।
তরঙ্গে তরঙ্গমালা দিয়ে দরশন,

মানস-অম্বুধিবেলা লাগিল প্লাবিতে,
নানা দিক হ'তে আসি ভাবনা-পবন
বহি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে!—হৃদি বিদলিতে!
কতক্ষণ পরে যোগী মেলিয়ে নয়ন
আশ্বাসি কহিলা মোরে—"ভ্রান্ত কি কারণ?"

(১০)

এখন' সে ধ্বনি মোর বাজিছে শ্রবণে
জলদ-গম্ভীর-ঘোষে!—" কর দরশন
বিশাল জগৎ বৎস! সময় প্লাবনে
বিলয় হ'তেছে ক্রমে বিধি নির্ব্বন্ধন।
দুরাশার মোহ-মন্ত্রে মানব-মানস
সতত উদ্ভ্রান্ত,—দেখে জাগ্রতে স্বপন।
ষড়শক্রুজিত চিত! নহে নিজবশ;
নিয়ত নিয়তি-চক্রে করিছে ভ্রমণ!
ভ্রান্তির মায়ায় জীব বদ্ধ করে করে!—"
বলিয়ে নীরব যোগী ক্ষণেকের তরে।

(১১)

কিছু পরে পুনর্ব্বার গম্ভীর বদনে,
নিষ্কাশি আলেখ্য এক কহিলা তাপস,
" ভারত অতীত চিত্র নিরখ নয়নে,
কোথা না ক'রেছে কাল-কলঙ্ক-পরশ?

অই যে সাগরতীরে বাঁকায়ে কার্ম্মুক
অসংখ্য কর্ব্বুর বধি বিজয়-গৌরবে
বৈদেহী-বল্লভ বীর—প্রফুল্লিত-মুখ!
মিশেছে সে শ্যাম-তনু কালের আহবে।
ভারত-গৌরব-সূর্য্য!—সূর্য্যবংশধর,
চির অস্ত গুহাগত ত্যজি কলেবর!

(১২)

"শর-শয্যা পরে অই শান্তনু-নন্দন!
নিকটে নিক্ষেপি তীর—আর্য্য বীরবর
ভোগবতী নীরে যেই তৃপ্তির সাধন
করিতেছে গাঙ্গেয়ের,—সেই ধনুর্দ্ধর
কালের কবল গত!—পৃথ্বী মহারাজ
বীরেন্দ্র সমরসিংহ সহায় যাঁহার,—
বলিতে বিদরে হিয়া!—কোথা তিনি আ'জ?
ডুবেছে জীবন-তরী কাল-স্রোতে তাঁর।
ভেঙ্গেছে যবন-ভাগ্য ক্লাইবের করে,
ভুবন বিদিত অই পলাশি-সমরে।

(১৩)

"বাজাইয়ে হৈম বীণা বৃদ্ধ ঋষিবর
অই যে বাল্মীকি বসি স্বীয় তপোবনে,
মোহিত করিছে নর, অমর, কিন্নর;—
ভাসা'য়ে নিয়েছে তাঁরে কালের প্লাবনে!
অই যে বসিয়ে ধীর ঋষি দ্বৈপায়ন

(প্রদীপ্ত ত্রিদিব-দ্বার যশতেজে যাঁর !)
ভারতে ভারত যাঁর অমূল্য রতন !
তিনিও গেছেন করি ভারত আঁধার !
নাহি এ কবিতা-কুঞ্জে কবি কালিদাস ;
চারি দিকে দেখ বৎস। কালিমা বিকাশ !"

(১৪)

বলি দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি নীরব তাপস !
সহসা হইল ভীম অশনি নিনাদ,
উদিল গগন-পটে জলদ তামস !
চকিত হইল চিত গণি পরমাদ।
স্বভাবের বিপর্য্যয়,—যোগীর বচন,—
কালের বিচিত্র ক্রীড়া—ভাসিল হৃদয়ে !
বিস্ময়ের বিভীষিকা দিল দরশন
ধরিয়ে ভীষণ মূর্ত্তি মানস-নিলয়ে !
অকস্মাৎ যোগীবর হ'ল অদর্শন !
পশিল শ্রবণে—" পান্থ ! ভ্রান্ত কি কারণ ?"

সাগর সঙ্গমে।

(১)

যাও ভাগীরথি ! সাগর বাসরে,
প্রাবৃট প্লাবনে ;—প্রফুল্ল অন্তরে।
কল কল কল—কল-কণ্ঠস্বরে

যাও কল্লোলিনি! প্রাণেশ পাশে।
নব বারি লভি নবীন আমোদে
হেলিয়ে দুলিয়ে,—প্রীতির প্রমোদে,
যাও হিমসুতে! মাতি নব মদে,
উচ্ছ্বসি উচ্ছ্বসি তরল শ্বাসে।

(২)

গরবে মাতিয়ে বাহু পসারিয়ে
আসিছে বারিধি নাচিয়ে নাচিয়ে,
আইলো জাহ্নবি। তোমার লাগিয়ে,
হৃদয় পাতিয়ে,—মনের সুখে।
তরঙ্গে তরঙ্গ করিয়ে ক্ষেপণ
করিছে জলধি আনন্দ-নিস্বন,
যাও ভাগীরথি! দাও আলিঙ্গন,
ঢলিয়ে পড়গে প্রাণেশবুকে!

(৩)

যাও শতমুখি! শত-প্রেম ধারে,
তোষ গিয়ে ত্বরা প্রিয় পারাবারে,
বাজুক দুন্দুভি অমরার দ্বারে
"সাগর-সঙ্গতা জাহ্নবী" বলি।
কল—কল কণ্ঠ করি বিধূনিত,
গাও শতমুখে প্রণয় সঙ্গীত,
ভারত জুড়িয়ে হ'ক বিঘোষিত,
"সতী-গীতি-মালা!"—যাওলো চলি।

(৪)

সহোদরা তব নবীনা রঙ্গিনী,
প্রয়াগের ঘাটে হয়েছে সঙ্গিনী;
তার সনে মিলি যাও গরবিণি,
নাচিয়ে খেলিয়ে আনন্দ ভরে।
যাওলো যমুনে! সুরধুনী সনে
প্রফুল্ল অন্তরে,—সাগর মিলনে।
পূরুক ত্রিদিব আনন্দ-নিক্কণে!
যাও দুই বোনে,—গলায় ধরি।

(৫)

হিমাদ্রি হইতে হয়ে প্রবাহিত,
যাও শৈবলিনি!—হরষিত চিত্!
ভারত-উরস করি প্রক্ষালিত
বহ পূত ধারা;—পতিত তারা।
পাপ-তাপ পূর্ণ ভারত হৃদয়!
(অনন্ত নরক কুণ্ডের নিলয়!)
বহ দয়াবতি, হইয়ে সদয়
ত্রিলোক-তারিণী পবিত্র-ধারা!

(৬)

শ্মশানীর জটা জূট বিহারিণি!
অনন্ত শ্মশান প্রক্ষালিয়ে ধনি!
যাও ত্বরা করি;—সাগর-সঙ্গিনি।

বাসর নিলয়ে রজত ধারে!
যাও গরবিনি! গরবে মাতিয়া—
"সাগর-সঙ্গমে!" নাচিয়া নাচিয়া!
সাজাও নাথের সুবিশাল হিয়া,
রজত-গ্রন্থিত মুকুতা হারে।

ভেরী।*

(১)

বাজরে সজোরে ভেরি! বাজ একবার,
পূরি আর্য্যাবর্ত্ত—পূরি আর্য্যদেশ,—
অনন্ত আকাশ, বিস্তৃত জলেশ,—
পূরিয়ে উঠুক সে ভীম স্বনন;
জাগুগ নিদ্রিত ভারত নন্দন,
কাঁপুক বসুধা ভীষণ রবে!

(২)

গভীর গরজে ভেরি! গরজ আবার;
আবার আবার—বাজ বারবার,

* যেদিন আর্য্যকুলধুরন্ধর বীরর্ষভ শিবজী সামান্য সৈন্যবল সহায়ে অদ্ভুত চক্রান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক "তোরণ দুর্গ" বিজয় করেন, হীন বীর্য্য সায়েস্তা খাঁ, দুদ্ধর্ষ মহারাষ্ট্র বিক্রমে ছিন্নাঙ্গুল হইয়া ভীতিবিহ্বল-চিত্তে দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে;—সেইদিন,—সেই নিশীথ সময়ে অনন্ত দীপালোকিত বিজয়োৎফুল্ল-বদন মহারাষ্ট্র কুল-পতির সিংহাসন সম্মুখে একজন যুবক এই কবিতাটী উপহার প্রদান পূর্ব্বক বিপুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

হিমাদ্রির হিয়া হউক বিদার,
শত বহ্নিশিখা করুক বিস্তার
সে বিশাল পথে,—শত উষ্ণধার
বা'ক শতমুখী উচ্চ বীচিরবে!

(৩)

আর্য্য-মহার্ণব-হৃদে—বঙ্গের অখাতে
জ্বলুক বড়বা সহস্র শিখায়
শৈলেন্দ্র প্রমাণ!—গণ্ড শৈল প্রায়
ভীম ঊর্ম্মিমালা ছুটুক তাহায়
উগারি প্রপুঞ্জ ধবল ফেণায়!
হেরুক—চেতুক ভারতবাসী!

(৪)

বীরকণ্ঠ-বিধ্বনিত ভীষণ গর্জ্জন,
উঠুক ভারত হৃদয় পূরিয়ে;
ঘন ঘন ভেরী হাঁক ফুকারিয়ে;
অযুত কামান, সহস্র অশনি
জিনিয়ে উঠুক সে ভীষণ ধ্বনি
মরত, পাতাল, ত্রিদিব ত্রাসি!

(৫)

শত বিদ্যুতের বেগ প্রতি আর্য্য হৃদে
পশুক—শোণিত উঠুক তাতিয়ে,
উঠুক আবার উঠুক মাতিয়ে;

বহুদিন পরে পুনঃ খরশান
ঝলুক উলঙ্গ আয়স কৃপাণ,
বিগত-গৌরব আর্য্যের করে !

(৬)

প্রতি আর্য্য ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত
নাচুক সতেজ বিদ্যুত নর্ত্তনে !
নাচুক ভারত স্ফুরিত আননে ;
হিম, সহ্য, বিন্ধ্য শিখর শোভন
নাচুক ভারত বিজয় কেতন,
হেলিয়ে দুলিয়ে অনিল ভরে !

(৭)

পূর্ণ বায়ু যোগে ভেরি! ডাক পূর্ণ স্বরে;—
করুক্ষেত্র রণ সৈন্য পারাবারে
ডেকেছিলে যেই ভীষণ ফুৎকারে—
দেব দত্ত মুখে—গাণ্ডীবী অধরে,—
মাতাইয়ে আর্য্য সৈনিক নিকরে
সম্মুখ সমরে জীবন দানে !

(৮)

ডাক সেই স্বরে !—সেই ভীষণ গর্জ্জনে !
অযুত সেনানী করিয়ে নিধন,
গাঙ্গেয়ের শঙ্খ হইত নিস্বন
যে ভীম নিক্কণে !—অথবা যেমন
রাঘবের ভেরী ক'রেছে গর্জ্জন,
অসংখ্য কর্ব্বুর বিনাশি প্রাণে !

(৯)

শুনি আহী তুণ্ডিকের ডমরুর ধ্বনি,
স্বষুপ্ত ভুজগ হইয়ে সফণ
করয়ে যেমন ভীষণ গর্জ্জন
লোলা'য়ে দ্বিখণ্ড রসনা তাহার ;
তেমতি যতেক ভারত কুমার
জাগুক—চেতুক তোমার রবে।

(১০)

ভীম বীর্য্যে-সুপ্ত-সিংহ উঠুক গর্জ্জিয়ে !—
* * * *
* * *
* * * *
* * * *
* * * *!

(১১)

মুমূর্ষু ভারতে ঘন প্রেমের বাঁশরী
বাজায়ে নাচায়ে ললিত ললনা
কায নাই আর, বেজনা বেজনা,
বহু বাজিয়াছ ;—কায নাই আর ;
কায নাই গেয়ে বিরহ বিকার,
মজা'য়ে বিধুরা ব্রজের বালা।

(১২)

মঞ্জুল নিকুঞ্জবনে কায নাই আর
প্রেমের প্রতিমা রাধার চরণে
রাখিয়ে মাধবে,—সুদীন-নয়নে
প্রেমের যাচ্ঞা যাচা'তে তেমন।
কায নাই গেয়ে নিধু, মধুবন,
প্রেমের পশরা,—প্রণয় ডালা!

(১৩)

বাজাইয়ে পিক-কণ্ঠ কায নাই আর
সুতার পঞ্চমে,—ললিত নিক্কণে
কায নাই আর,—* *
ভ্রমর গুঞ্জনে নূপুর শিঞ্জনে—
* * * *
প্রণয়-সাগর উথলি' দিতে।

(১৪)

——* * * মধুময়ী বীণা,
ভারত হৃদয়ে যে তান বাজায়ে
গিয়েছে ভারত হৃদয় মজায়ে,
বনিতা-বিনোদ সে প্রেম প্রমোদ—
সঙ্গীতে আর না উপজে আমোদ;
আর না সে ভাব নিবসে চিতে।

(১৫)

এবে—

সঘনে মল্লার, মেঘ, বাজুক দীপক!
হৃদয় দীপক হ'ক উদ্দীপক,
ঝলুক কৃপাণ—বরষা ফলক
ভাস্কর কিরণে, চন্দ্রের প্রভায়,
বিদ্যুতের তেজে;—বিদ্যুৎ আভায়
ভারত-বাসীর শিথিল করে।।

(১৬)

গভীর নিনাদে ভেরি জাগাও ভারত!
কত কাল আর রবে অচেতন?
জাগুক ভারত—ভারত নন্দন!
ঘুষুক ভারতে 'ভারত-বিজয়!!'
সময়ের ভেরী ভারতের জয়
গা'ক্ শতমুখে!—ভীষণ স্বরে।।

কেন অশ্রুপাত!

(১)

কে বুঝিবে মরমের বৃশ্চিক-দংশন?
সংসার?—ডুবুক জলে! হৃদির নিভৃত স্থলে
সদা হুহু করি যেই বিকট জ্বলন
জ্বলিতেছে দিবারাতি,—কে করে দর্শন?

আভগ্ন হৃদয়-কক্ষে ভীম বজ্রাঘাত
কে বুঝিবে ?—কে বুঝিবে কেন অশ্রুপাত ?

(২)

মোহান্ধ জগত—বিষ-পরিখা-বেষ্টিত !
পরের সর্ব্বস্বনাশি, আত্ম সুখ অভিলাষী !—
হৃদির নিরুদ্ধ দ্বার করি উদ্ঘাটন
কে দেখাবে ?—কে দেখিবে ভুজঙ্গ নর্ত্তন ?
কে দেখিবে হৃদয়ের বিষম আঘাত ?—
নিয়ত নয়ন-পথে কেন অশ্রুপাত ?

(৩)

মরমের হলাহল ঢালিব কোথায় ?
কে শুনিবে দুঃখ-কথা ?—হৃদির প্রতপ্ত ব্যথা
কে দেখিবে ?—কে দেখাবে শিরায় শিরায়
শোণিত প্রবাহে কেন বিদ্যুত খেলায় ?
কে করিবে পরদুঃখে কটাক্ষ সম্পাত ?
কে বুঝিবে পাপ নেত্রে কেন অশ্রুপাত ?

(৪)

ত্রিযামা সুষুপ্তি-বহা ধনী নিকেতনে,
নির্দ্দয় মানব দল প্রবেশি প্রকাশি’ বল—
বিপুল বিভব-লুণ্ঠি—করি আস্ফালন
যায় যবে ভস্মশেষ করিয়ে ভবন !
ভূপতিত ধনী—অঙ্গে সহস্র আঘাত !—
জিজ্ঞাস তখন তারে কেন অশ্রুপাত ?

(৫)

উপযুক্ত পুত্রগণ একে একে যথা
ছাড়িয়ে সংসারমায়া কালে লুকায়েছে কায়া
অন্ধপ্রায় জনয়িত্রী—জনক স্থবির;
সদা হাহাকারে পূর্ণ বিবর্ণ কুটীর!
অবিরত শিরে বক্ষে করিছে আঘাত;—
জিজ্ঞাস তথায় যেয়ে কেন অশ্রুপাত?

(৬)

বিরহ-বিধুরা নব বিধবা রমণী
বিরলে বসিয়ে যথা ভাবিছে ভীষণ ব্যথা,
হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষ করি উন্মোচন!—
(জ্বলন্ত অনলে যথা ঘৃতাক্ত ইন্ধন!)
গণিতেছে হৃদয়ের অনন্ত আঘাত)—
জিজ্ঞাস তথায় যেয়ে কেন অশ্রুপাত?

(৭)

ভীম কারাগৃহপ্রান্তে—অদৃষ্ট বন্ধন—
মহারাজ রাজেশ্বর, শৃঙ্খলিত যুগ্মকর,
বিষণ্ণ বদন-বিভা—কালিমা-জড়িত;
ছুটিছে ধরনী-পথে প্রতপ্ত শোণিত!
করিছে প্রার্থনা—হ'তে শিরে বজ্রাঘাত!
জিজ্ঞাস—সে বন্দীনেত্রে কেন অশ্রুপাত?

(৮)

স্বজন-বিচ্যুত চির নির্ব্বাসিত নর
যথা বসি সিন্ধুতটে—হৃদি খুলি অকপটে
ঢালিছে সাগরবক্ষে দুঃখের লহরী,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, দারা, পুত্র স্মরি!
জন্মভূমি প্রিয়চিত্র—স্মৃতিঝঞ্ঝাবাত
প্রকম্পিত!—জান তথা কেন অশ্রুপাত?

(৯)

ভবের অতীত চিত্র করি উন্মোচন,
নিরখ মলিনবেশা,—কঙ্কালিনী রুক্ষকেশা—
ভারত মুদিত-নেত্র!—বসি একাকিনী!
জ্বলিছে-মরমস্তরে ভীষণ অগিনি!
কম্পিত বিক্ষত বক্ষ;—শিরে অস্ত্রাঘাত;—
জিজ্ঞাস সে অনাথায়—কেন অশ্রুপাত?

(১০)

হায় বিধি। দুঃখগীতি গাইব কোথায়?
সোণার ভারত-ভূমি,—ভস্মশেষ দেখ তুমি!
অনন্ত জগত বক্ষে ভারত কেবল
কালের কলঙ্কচিত্র!—পাপ দৃষ্টিস্থল।
ভারতের সুখনিশি সুচির প্রভাত!—
কে দেখিবে—দগ্ধ হৃদি!—কেন অশ্রুপাত?

আশ্চর্য্য দর্শন।

(১)

রঞ্জিয়ে রক্তিম রাগে পশ্চিম গগন,
ঢলিয়ে পড়েছে রবি লোহিত সাগরে !
কষিত-কাঞ্চন-করে মহীরুহগণ
উজল-শিরস !—যথা মাণিকের থরে
সুবর্ণ কিরীট গাঁথা,—লোচন-লোভন !
সুসজ্জিত প্রকৃতির অনন্ত নন্দন।

(২)

খেলিছে অযুত রশ্মি গগন-প্রাঙ্গণে,
লোহিত, কাঞ্চন ছটা করি বিকীরণ !
বিম্বিতেছে প্রতিবিম্ব সলিল-দর্পণে।
বহিছে সুশীত মন্দ সান্ধ্য সমীরণ !
ছড়া'য়ে সুধার ধারা নিসর্গ-অম্বরে,
কূজিছে কুলায়ে পাখী কল কণ্ঠস্বরে !

(৩)

দিবাকর শেষ কর শ্বেত সৌধ শির
চুমিছে ;—খুলিয়ে নব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার,
দেখাইছে নব দৃশ্য চারু প্রকৃতির !
সুশ্বেত জলদে যথা বিজলী সঞ্চার !
উন্মেষ কুমুদ কলি মলিন কমল ;
বহিছে নবীন বায়ু নব পরিমল !

(৪)

হইতেছে দিবসের শেষ অভিনয়
প্রকৃতির রঙ্গালয়ে ;—ধূম্র যবনিকা
(কাঞ্চন, রজত, তাম্র কারুর নিলয়)
নামিতেছে ঝর ঝরি !—মালতী-বীথিকা
প্রদোষ-কুন্তল-জাল করিছে সজ্জিত !
নবীনা নিসর্গবালা—নবফুল্লচিত !

(৫)

এমন সময়ে—
সহসা প্রাসাদশিরে পড়িল নয়ন
উদিল প্রিয়ার মূর্ত্তি দৃষ্টির রেখায় !—
বিঁধিল মরমন্তর !—সুচারুদর্শন !
অচল চপলা যথা শিখরী-শিখায় !
কাঁপিল হৃদয়-তন্ত্রী,—ভুলিনু আপনা
নিরখি সে রূপ-জ্যোতি,—সুরেশ-বাসনা !

(৬)

কুসুম-সায়রে ঢালি জ্যোৎস্না তরল,
বিরলে বিধাতা বুঝি করেছে গঠন
বরণীয়া বরবপু !—উন্মেষ কমল
রূপের সরসে যথা কাঞ্চন-লাঞ্ছন !
অপরূপ রূপবিভা যেন রে বিস্তারি,
মর মরতের তলে ত্রিদিব-কুমারী !

(৭)

খেলিছে অলকা-গুচ্ছ সায়াহ্ন-পবনে,
নবীনা-নবীন-বক্ষে হেলিয়ে ছুলিয়ে!
ঘুরিছে বিলোল নেত্র নিসর্গ গগনে,
অনন্ত স্বরগ রাজ্য যেন রে ভেদিয়ে!
ফুটিয়াছে স্ফুটাধরে সুমধুর হাস,
সুবর্ণ গগনে যথা বিজলী-বিভাস!

(৮)

ত্রিদিব প্রতিমা অই—"আশ্চর্য্য দর্শন!"
অভাগা নয়ন পথে কেনরে উদিল?
কেন বা অন্তর-গ্রন্থি ইহল শিঞ্জন
অজ্ঞাতে?—না জানি তায় কি তান বাজিল!
অসীম নিসর্গ রাজ্য পথ পান্থমন,
কে জানে এখানে কেন হইল বন্ধন!

(৯)

সেই মূর্ত্তি—অমরার অনঙ্গ-মঞ্জরী!—
নিরখিতে মুগ্ধনেত্রে ছিনু কতক্ষণ
হয় না স্মরণ—হায় আপনা পাশরি!
কিছু পরে সে স্বপন হইল ভঞ্জন।
দেখিলাম,—(কি বিভ্রম!)
কাঞ্চন প্রতিমা ধীরে মিশিল কোথায়?
দশরা-জাহ্নবী-নীরে শৈলবালা প্রায়!

(১০)

দেখিলাম,—

অনন্ত সাগর অঙ্কে দেব দিবাকর
হয়েছেন লুক্কায়িত!—অনন্ত অম্বরে
অনন্ত নক্ষত্রমালা শোভে থরে থর,—
প্রকৃতি-চিকুর-গুচ্ছ বিভূষিত ক'রে!
তিমির-বসনে চারু শরীর আবরি,
উপনীত রঙ্গালয়ে শর্ব্বরী সুন্দরী!

(১১)

কিন্তু হেরি,—শূন্য মম মানস-ভাণ্ডার!
কি যেন গিয়েছে চুরি নারিনু বুঝিতে!
স্বভাবের অভিনব সৌন্দর্য্য-সম্ভার
ঢালিয়ে দিলাম তায়,—অভাব পূরিতে!
তবুও সে শূন্য স্থান হ'লনা পূরণ!
কে যেন দেখা'লে মোরে জাগ্রতে স্বপন!

(১২)

হৃদয়ের স্তরে স্তরে শিরায় শিরায়
জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন প্রচণ্ড অনল।
দহিতেছে প্রতি কক্ষ অনন্ত শিখায়,
উগারি প্রপুঞ্জভস্ম—আগ্নেয় গরল!—
অজ্ঞাতে প্রাসাদ পানে ফিরিল নয়ন,
আবার হেরিতে সেই—"আশ্চর্য্য দর্শন!"

কি করি ?

(১)

কি করি ?—শুনিবে ভ্রাতঃ। কি করি এখন ?
কাঁপাইয়ে নভস্তর,
সিন্ধুকক্ষ, ধরাধর ;
কালের দুন্দুভি যথা করিছে গর্জ্জন,
তথা ক্ষুদ্র প্রাণী মোরা কি করি এখন ?

(২)

কি করি এখন ?—শুনিবে কি ভ্রাতৃবর ?
জীব-লীলাময়ী পৃথ্বী
জীবের জীবন-কীর্ত্তি
সময়-আলেখ্যে যথা দিতেছে দর্শন,
তথা ক্ষুদ্র প্রাণী মোরা কি করি এখন ?

(৩)

কি করি এখন ?—কিরূপে বলিব ভ্রাতঃ !—
প্রকৃতির রঙ্গভূমে
আছি মত্ত কোন ধুমে ?—
শুনিলে কাঁদিবে হৃদি ! ঝরিবে নয়ন !
কি শুনিবে ?—কি বলিব ?—কি করি এখন ?

(৪)

ভাষার হৃদয়-কোষে নাই সে সম্বল !—
কি করি ?—এ পাপ কথা,
হৃদির জ্বলন্ত ব্যথা,

অক্ষরে অক্ষরে লিখি করি প্রদর্শন !
কি আর শুনিবে ভ্রাতঃ ! কি করি এখন ?

(৫)

'আর্য্য'—প্রমাদ জল্পনা,—উন্মাদ স্বপন !
কল্পনার তুলিকায়
চিত্রিবারে কেবা চায়
ভুজঙ্গ-কুণ্ডল-গত কাঞ্চন কমল ?
রাহুর কবলে শশী ?—দগ্ধ স্মৃতিস্থল ?

(৬)

প্রকৃতির পুরাবৃত্তে যে নাম-প্রতিভা
বৈদ্যুতিক বর্ণচয়ে
আসিত চিত্রিত হয়ে,
পড়েছে কালিমা তথা—নরকের মসী !
গরলের কুণ্ডগত পূর্ণিমার শশী !

(৭)

আর্য্যাবর্ত্তে—আর্য্যনাম স্বপ্ন-বিভীষিকা।
যাহাদের কীর্ত্তি-জ্যোতি,
আলোকিত বসুমতী ;
বীর-বীর্য্যে সিন্ধু, অদ্রি হ'ত কম্পবান,
কি রূপে বলিব মোরা সে আর্য্য-সন্তান ?

(৮)

আর্য্যের সন্তান—রঘুকুল-ধুরন্ধর ;—

দশাস্য নিপাত হেতু,
সিন্ধুবক্ষে বাঁধি সেতু,
নাশিলা ত্রিদিব-ত্রাস কর্ব্বুরনিকরে,
বাল্মীকি-বীণায় যেই অমিয় সঞ্চরে!

(৯)

ভারতে ভারত-যুদ্ধ স্নুবর্ণ অক্ষরে
গ্রথিত ;—কৌরব-কীর্ত্তি,—
আজিও ঘোষিছে পৃথ্বী!
—কবিকুলরবি ব্যাস রচক যাহার,
লেখক গজেন্দ্রমুখ—গিরিজা-কুমার।

(১০)

স্মৃতির অর্গল ভ্রাতঃ! খুলি একবার
দেখ তেজঃপুঞ্জ রামে
বাঁকায়ে কার্ম্মুক বামে
অটল!—সাগরতীরে!—অচল সমান!
(পূরিত গগনকক্ষ অগণিত বাণ!)

(১১)

শাণিত পরশু হস্তে বীর ভৃগুরাম
অই যে সম্মুখে তব ;
ব্রহ্মতেজ-সমুদ্ভব ;
বিদ্যুত-বিভাস অক্ষি—কালান্ত অনল!
ভীম বীর্য্যে বীরশূন্য করিছে ভূতল!

(১২)

অই কুরুক্ষেত্র,—অই জাহ্নবী-কুমার—

শায়ক-শয়ন-তলে

শায়িত !—পবিত্র জলে

করিছেন ভোগবতী তু[illegible] ;

হতেছে ত্রিদশ পুরে দুন্দুভি-নিস্বন !

(১৩)

অই উজ্জয়িনী,—অই বিক্রম রাজন !

অই নবরত্ন তাঁর

ভারতের রত্নহার !

হৈমকণ্ঠে হইতেছে বিদ্যুত-স্ফুরণ।

কালের কলঙ্কে তাহা হবেকি গোপন ?

(১৪)

সুবিস্তৃত নভোরাজ্য তন্ন তন্ন করি,

অই আর্য্যভট্ট ধীর,

গ্রহ উপগ্রহ স্থির

করি ; করিছেন তার গতি নিরূপণ ;

ভারত—জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান কারণ।

(১৫)

জানকীর অগ্নিশুদ্ধি—সাবিত্রী-চরিত,—

—(মৃত-পতি জীবদান !)

স্বর্ণাক্ষরে বিদ্যমান

বিশ্বের বিচিত্র গ্রন্থে !—কর বিলোকন

আর কি শুনিবে আজি ? মোরা কি করি এখন ?

(১৬)

কি করি এখন ? — দগ্ধ মরমের দ্বার
খুলে কি দেখাব আর ?
— জ্বলন্ত কলঙ্ক ভার !—
কলুষ পিশাচকুল বীভৎস নর্ত্তন !
কি আর শুনিবে ভ্রাতঃ ! কি করি এখন ?

(১৭)

আর্য্যের সন্তান এবে নরকের জীব !
বিলোপিত জ্ঞান, ধর্ম্ম
লুপ্ত আর্য্যোচিত কর্ম্ম !
দাসত্বের প্রিয় শিষ্য আর্য্যের নন্দন !
পেটিকা-নিবদ্ধ অহি — বিধি বিড়ম্বন !

(১৮)

যাঁদের দুন্দুভি নাদে কাঁপিত ভূধর !—
নদ নদী পারাবার,
কাঁপিত অমরাদ্বার !
ফেরু-ডাকে ধরি তারা বধূর অঞ্চল
(হাধিক্ ! বলিতে লজ্জা !) ভয়েতে বিহ্বল !

(১৯)

শৃঙ্খলিত দাসত্বের আয়স শৃঙ্খলে
ভারত-কুমারগণ !
নিত্য নব সম্ভাষণ

বিধর্ম্মী পাদুকাসনে !—জীবন সম্বল,
বিস্কুট, বিয়ার, বিফ্, ব্রাণ্ডির বোতল !

(২০)

কি করি এখন ?—কি আর শুনিবে ভ্রাতঃ।
লক্ষ্মী, বাণী নাই ঘরে,
রয়েছি জীয়ন্তে মরে' !
হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ্বলিছে জ্বলন ;
"কি করি ?"—দেখিছি সদা জাগ্রতে স্বপন !

সম্পূর্ণ।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং'র কলিকাতা বহু-বাজারস্থ ৩০৯ সংখ্যক
ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।